দেশ-অভিযান

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

নৈশ-অভিযান

অভিযান

লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল।

"ঐ নোটবইখানা আমার হাতে দাও।"

নৈশ-অভিযান

এক

ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টার মি. মরিস একটি নামকরা দাগি আসামিকে গ্রেপ্তার করে থানার হাজতে বন্ধ করে রেখে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রাত প্রায় আড়াইটে। ব্ল্যাক-আউটের জন্যে রাস্তা ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মরিচ চিন্তিতভাবে পথ চলছিলেন।

কিছুদূর গিয়েই তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনেই ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। সেই বাড়ির ওপরের দিকে চোখ পড়তেই তিনি একটু বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন, দোতলায় একটা ঘরের জানলায় সবুজ একটা আলো অতি অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত হচ্ছে! আলোটা অনেকটা সাইকেলের বাতির মতো দেখতে হলেও, অতি কোমল ও সবুজ আভা তার।

আলোটাকে এদিকে-ওদিক আন্দোলিত হতে দেখে, মরিস এটুকু বুঝতে পারলেন যে, সেই আলো দিয়ে কাউকে সংকেতে কিছু জানানো হচ্ছে। কিন্তু এই গভীর রাত্রে কে যে কাকে এই অদ্ভুত উপায়ে কিসের সংকেত প্রেরণ করছে, মরিস তা বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জানলার দিকে তাকিয়ে আলো-আন্দোলনকারীকে দেখবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু একখানা অতি অস্পষ্ট হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

মরিস একদৃষ্টে সেই অস্পষ্ট আলোকধারী হাতটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। রাত আড়াইটের সময় ঘন অন্ধকার রাতে, না-ঘুমিয়ে, সবুজ আলোর সাহায্যে সংবাদ পাঠাবার মানে কি? সংবাদ প্রেরণকারীকে তো দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এই সাংকেতিক সংবাদ গ্রহণ করছে কে?"

মরিস তাঁর সম্মুখে ও পেছনে তাকালেন; কিন্তু কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না। যতদূর দেখা যায় আবছা ভূতের মতো সারি সারি বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের ভেতর। কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া তো দূরের কথা,—কাছাকাছি কোনো জীবিত প্রাণীকেও তিনি দেখতে পেলেন না।

মরিস ভুলে গেলেন তাঁর বাড়ির কথা। তিনি কৌতূহলী হয়ে আলোর দিকে চোখ রেখে, পথের একপাশে গিয়ে আত্মগোপন করে দাঁড়ালেন। অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী মরিস এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই সবুজ আলো বৃথাই আন্দোলিত হয়নি, তিনি শীঘ্রই হয়তো সেখানে অদ্ভুত কিছু দেখতে পাবেন।

মরিস চুপ করে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। মাঝে মাঝে সেই আলোটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তখনও সেটা ঠিক আগের মতোই এদিক-ওদিক

দুলছিল। মরিস একবার ভাবলেন যে, লোকটা বুঝি-বা উন্মাদ। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, লোকটা আর-যাই হোক, উন্মাদ কখনও নয়। উন্মাদ হলে সে এভাবে সাংকেতিক বার্তা পাঠাতে পারত না।

প্রায় মিনিট-তিনেক আন্দোলিত হয়ে সেই সবুজ আলো হঠাৎ অদৃশ্য হল। আলোটাকে অদৃশ্য হতে দেখে মরিস চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিনিট-পাঁচেক সবই চুপচাপ। অন্ধকার রাতের সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতা মরিসের কাছে অসহ্য বোধ হল। একটা কিছু ঘটবে নিশ্চয়ই—কিন্তু সেটা যে কি, তা বুঝতে না পেরে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

এমন সময়ে সামনেই কোথাও একটা মোটরের চলতি ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে তিনি সামনের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড কালো রংয়ের মোটর অতি ধীরে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।

মরিস বুঝতে পারলেন যে, মোটরটা এই পথে আর খানিকটা অগ্রসর হলেই তাঁর আত্মগোপন করা বৃথা হবে। মোটরের আরোহী যেই হোক না কেন, মরিস তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করলেন না। তাঁর কেমন একটা ধারণা হল যে, সেই সবুজ আলোর সাংকেতিক-বার্তা অনুসারেই মোটরটা সেখানে এমন হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া সেই অন্ধকার নির্জন পথে মোটরটার উপস্থিতির কোনো কারণই তিনি খুঁজে পেলেন না। গোপনে সেই মোটরের আরোহীকে দেখবার জন্য তিনি একটা দেওয়ালের পেছনে আত্মগোপন করে দাঁড়ালেন।

মোটরটা কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে হঠাৎ বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই থেমে গেল। তারপর একটা অস্পষ্ট শিসের শব্দ তাঁর কানে এল। মরিস রুদ্ধ নিশ্বাসে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন এর পর কি ঘটে!

মুহূর্তমধ্যেই জানলায় জেগে উঠল আবার সেই সবুজ আলো! এবার কিন্তু সেটা আন্দোলিত না হয়ে একটু থেকেই হঠাৎ আবার অদৃশ্য হল। সেই সবুজ আলো অদৃশ্য হবার পরক্ষণেই যে ব্যাপারটা ঘটল, মরিসের পুলিশ-জীবনে সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন।

তিনি অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন যে, মোটরের ভেতর থেকে একটা কিছু জমাট অন্ধকার বেরিয়ে এল। তারপর সেটা—সবুজ আলো দেখা গিয়েছিল যে জানলায়, সেই জানলাটি লক্ষ্য করে উড়ে গেল; কিন্তু জানলার কাছে পৌঁছেই সেটা ভেতরে অদৃশ্য হল।

মরিসের মনে হল, তিনি যেন নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছেন। সবুজ আলোর সাংকেতিক-বার্তা, প্রকাণ্ড কালো মোটরের আবির্ভাব, উপরন্তু সেই অদ্ভুত খেচর প্রাণীর উপস্থিতি,—সবগুলোই অতি অদ্ভুত রহস্যময় বলে তাঁর বোধ হল।

রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তারপর সে মরিসকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেই চমকে উঠে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁর ওপর লক্ষ্য রাখল।

মরিস তাঁর বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেই, সে বিড়ালের মতো অতি সন্তর্পণে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল।

দুই

সকালের কাগজখানা খুলতেই অজিতের চোখে পড়ল প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে :

বিখ্যাত চিনা খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের শোচনীয় মৃত্যু!

> গতকল্য রাত্রিতে প্রসিদ্ধ চিনা খেলোয়াড়—ক্যাপ্টেন হোয়াং অতি অদ্ভুতভাবে নিহত হইয়াছেন। আজ সকালে তাঁহার মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুলিশের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আততায়ী কোনো তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্যাপ্টেন হোয়াং যে ঘরে নিহত হইয়াছেন তাহার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হত্যাকারী যে কোন্ পথে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা পুলিশ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই।

অজিত সংবাদটা পড়ে বলল, "সংবাদটা গুরুতর বটে। দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, ঘরের ভেতরে আততায়ী প্রবেশ করে—একজন লোককে হত্যা করে দিব্যি অদৃশ্য হল! এর কারণ কি বলতে পারো প্রকাশ?"

প্রকাশ মাথা নেড়ে বলল, "না। এর কারণ এখান থেকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো মন্ত্রতন্ত্র জানা থাকলে হয়তো-বা তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও পারতাম, কিন্তু সে বিদ্যেটা যখন শেখা হয়নি তখন—"

অজিত বিরক্তির স্বরে বলল, "তুমি মন্ত্রের জোরে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে একথা আমি তোমাকে বলিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, এই ব্যাপারে হত্যাকারীর সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়? দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হত্যাকারী কেমন করে ঘরে প্রবেশ করল এবং ঘর থেকে অদৃশ্য হল?"

প্রকাশ বলল, "দরজা বন্ধ থাকলেও অন্য কোনো প্রবেশপথ নিশ্চয়ই ছিল। হয়তো বা জানলা দিয়েই হত্যাকারী ঘরে প্রবেশ করেছিল।"

কথাটা অজিতের ঠিক মনঃপূত হল না। সে মাথা নেড়ে বলল, "জানলা দিয়ে কারও ঘরে প্রবেশের উপায় থাকলে সে-কথা এখানে লেখা থাকত। বিশেষত, 'রিগ্যাল-ম্যানশনের' মতো এতবড়ো একটা পাঁচতলা বাড়ি,—তার একটা ফ্ল্যাট! তা কি কখনও অরক্ষিত হতে পারে, প্রকাশ? এসব বাড়ি যেন এক-একটি দুর্গবিশেষ! কাজেই আমার মনে হয় যে, ঘরের জানলায় অন্যান্য বাড়ির মতোই লোহার শিক দেওয়া ছিল। এ-অবস্থায় আমার প্রশ্নের উত্তর কি দেবে শুনি?"

প্রকাশ বলল, "সে-কথা নিয়ে অনর্থক অনুমানের ওপর নির্ভর করে তর্ক করা বৃথা। আর, তাছাড়া, এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি বলো? এ ঘটনার তদন্ত করবে এখানকার পুলিশ।"

অজিত কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

প্রকাশ রিসিভারটা কানের কাছে তুলতেই শুনতে পেল, ইনস্পেক্টার তারকবাবুর গলা। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, "হ্যাল্লো! কে? ডিটেকটিভ প্রকাশ চৌধুরি? তুমি আজকে সকালের কাগজখানা দেখেছ?"

প্রকাশ উত্তর দিলে, "হাঁ, অনেকক্ষণ আগেই।"

তারকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে প্রথম পৃষ্ঠাতেই বোধহয় ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের খুনের খবরটা দেখতে পেয়েছ, নয় কি?"

প্রকাশ উত্তর দিল, "হাঁ, তা দেখেছি। কিন্তু, কে এই ক্যাপ্টেন হোয়াং? চিনাদের ক্যানটন-ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছোকরার নামটা কি বলুন তো?"

একটা ঝংকার দিয়ে ইনস্পেক্টার তারক দাস বললেন, "তারই নাম হচ্ছে ওই ক্যাপ্টেন হোয়াং! খুব জাঁদরেল খেলোয়াড় ছিল—দুর্ধর্ষ, আর খুব কৌশলী। কিন্তু আজ তার সব-কিছু খেলা চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে! ক্রীড়াজগৎ থেকে যেন একটা জ্বলন্ত ভাস্কর—"

"থামুন, থামুন!" বাধা দিয়ে প্রকাশ বলল, "থামুন, আর বলতে হবে না। এখন এই ভূমিকাগুলো ত্যাগ করে আসল কথাটাই খুলে বলুন না?"

তারকবাবু বললেন, "বলছি, শোনো। তোমাকে এখুনি একবার আমাদের হেড-কোয়ার্টারে আসতে হবে। এটা শুধু আমার অনুরোধ নয়, পুলিশ কমিশনার মি. ব্রুকও তোমার সাথে দেখা করতে চান।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কেন, সে-কথা জানতে পারি কি?"

তারকবাবু বললেন, "ফোনে কিছু বলা সম্ভব হবে না। এখানে এলেই সব কথা জানতে পারবে।"

প্রকাশ বলল, "তথাস্তু। আমি আধঘণ্টার ভেতরেই হেড-কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হব।"

প্রকাশ রিসিভারটা টেবিলের উপর রাখতেই অজিত জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি?"

প্রকাশ বলল, "তারকবাবু ফোন করে বললেন যে, পুলিশ কমিশনার আমার সাথে দেখা করতে চান। কাজেই আমি তো বেরিয়ে যাচ্ছি এখনই, কখন যে ফিরব জানি না, তুমি এর ভেতর এক কাজ করো অজিত।

কমিশনার সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই এই কেসটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে। সম্ভবত কেসটা আমারই হাতে আসছে। কাজেই তুমি এর মাঝে কতকগুলো খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করো।

'রিগ্যাল-ম্যানশনটা' তুমি দেখেছ তো? আজকে আরও একটু ভাল করে দেখে এসো। কতলা বাড়ির কোন তলার কত নম্বর ফ্ল্যাট, কখানা ঘর, ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের

সাথে আর কে কে ছিল? ইত্যাদি বিস্তৃত খবর, যতটা পারো জেনে আসবে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকো না এখন। কারণ, তোমার সে অধিকার নেই। ভেতরে ঢুকতে হলে, পুলিশের সাথেই ঢুকতে হবে, তার আগে নয়।

মোট কথা, ক্যাপ্টেন হোয়াং সম্পর্কে যতটা পারো, সবকিছু জেনে আসবে। কিন্তু, বেশভূষাটা কিছু বদলে যেও অজিত। তুমি যে একজন গোয়েন্দা বা তার সহকারী, আর ওই বাড়িটার ওপর পুলিশ ছাড়া আরও কোনো গোয়েন্দার নজর পড়েছে,—এ-খবরটা যেন প্রকাশ না হয়!"

"আচ্ছা, তাই হবে" বলেই অজিত তার বেশভূষা বদলাবার জন্যে পাশের ঘরে ঢুকল, প্রকাশও তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিন

পুলিশ কমিশনার মি. ব্রুক, প্রকাশ চৌধুরিকে তাঁর খাসকামরায় প্রবেশ করতে দেখে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আসুন মি. চৌধুরি! আমি আপনারই অপেক্ষা করছি।"

এই বলে প্রকাশকে তিনি একখানি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। প্রকাশ মৃদু হেসে তাতে বসে পড়ল।

মি. ব্রুক বললেন, "দেখুন মি. চৌধুরি, রিগ্যাল ম্যানশনে খুনের ব্যাপারটা আপনি খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন!"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

মি. ব্রুক বললেন, "কলকাতা শহরে এরকম খুন তো ফি-মাসেই দু-একটা হয়ে থাকে। পুলিশ তার কোনোটার কিনারা করতে পারে, কোনোটার-বা পারে না। সাধারণ অবস্থায় মনে হত, রিগ্যাল ম্যানশনের এই খুনটা হয়তো সেই ধরণেরই একটা কিছু। কিন্তু মি. চৌধুরি, আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, এই ব্যাপারটা সম্ভবত সেরকম কোনো স্বাভাবিক খুন নয়; নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে কোনো অস্বাভাবিক ও সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ আমি এইটুকু বলতে চাই মি. চৌধুরি যে, ব্যাপারটা মাত্র দু-একজন লোকের ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে ঘটেনি,—এর পেছনে রয়েছে নিশ্চয়ই কোনো সুসংবদ্ধ দল।"

প্রকাশ তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল, "আপনার এই ধারণার কারণ?"

"হ্যাঁ, তা বলছি।" এই বলে কমিশনারসাহেব তাঁর দেরাজ থেকে একখানি ছোটো বই টেনে বার করলেন। তারপর বললেন, "মি. চৌধুরি! এই বইখানি হচ্ছে একটি পুলিশ-ডায়ারি। ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর মি. মরিস এর মালিক।"

"মি. মরিস?"

"হ্যাঁ, মি. মরিস। আপনি তাঁকে জানেন নিশ্চয়ই?"

প্রকাশ বলল, "খুব জানি। কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি তো কল্‌কাতাতেই—"

"হ্যাঁ, তিনি কলকাতায়ই ছিলেন বটে; কিন্তু জানি না আজ তিনি কোথায়?" এইটুকু বলতে বলতেই মি. ব্রুকের মুখখানি কালো হয়ে গেল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বিষণ্ণমুখে আবার বলতে লাগলেন : "মি. চৌধুরি! আপনি আগে এর একটা পাতা পড়ুন, তারপর আমরা আলোচনা শুরু করব।"

মি. ব্রুক ওই পুলিশ ডায়ারির শেষদিকের একটা পাতা খুলে প্রকাশের সমুখে ফেলে দিলেন। প্রকাশ দেখল, তাতে নীল পেনসিলে, ইংরেজিতে গুটিকয়েক লাইন লেখা রয়েছে :

> "রাত ৩-৪৫ মিনিট। রিগ্যাল ম্যানশনের দোতলায়, একটা জানলায় সবুজ আলো দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড মোটরগাড়ির আগমন। গাড়ি থেকে ঝোড়ো হাওয়া (?) জানলায় উড়ে গেল! কিসের এই ইঙ্গিত?
>
> ভোর হতেই খোঁজ করতে হবে। কিন্তু—কেউ কিন্তু আমায় অনুসরণ করছে? সম্ভবত তাই। ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নেব?—
>
> না, থাক—একটু সুযোগ দেওয়াই ভালো।"

মি. মরিসের রহস্যময় লেখাগুলো পড়তে পড়তে প্রকাশ চৌধুরির মুখের ওপরেও যেন কোনো এক অজানা রহস্য ও গভীর আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠল।

সে স্তব্ধ-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল! তারপর সংক্ষেপে বলল, "হ্যাঁ, দেখলুম সবই। মনে হচ্ছে, এগুলো সবই অন্ধকারে লেখা।"

"হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই মি. চৌধুরি। দেখছেন না লাইনগুলো কেমন আঁকাবাঁকা। "এই বলে এক মুহূর্ত একটু নীরব থেকে তিনি আবার বললেন, "মি. চৌধুরি! ডায়ারি তো পড়লেন, এখন শুনুন তবে সম্পূর্ণ ইতিহাস!

কাল শেষরাতে সবজি মহাল রোডের মোড়ে ডিউটি ছিল শিউরামের। আজ প্রাতে সাড়ে নটার সে এই ডায়ারিখানা দিয়ে গেছে।

তার কথা হচ্ছে : মি. মরিস তাকে এই বইখানি দিয়ে বলে দেন, সে যেন কাল ঠিক সাড়ে নটায় এখানে এসে আমাকে এটা দিয়ে যায়। মি. মরিস বলেন যে, সে-সময় তিনিও সম্ভবত এখানেই থাকবেন; তাহলে তো ডায়ারি তিনি নিজেই নিতে পারবেন।

শিউরাম তাঁর আদেশ পালন করেছে বটে, কিন্তু মি. মরিসের কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, মি. মরিস একটা কিছু বিপদ আশঙ্কা করে, ডিউটির পুলিশকে দিয়ে তারই কিছু ইঙ্গিত আমায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ভেবেছিলেন, যদি কোনো বিপদে না পড়েন, তাহলে সাড়ে নটায় আমার এখানে উপস্থিত হবেন নিশ্চয়ই। আর, যদিই-বা তাঁর কোনো বিপদ হয়, তাহলেও একটু আভাস এই ডায়ারির মারফত আমি পেয়ে যাব।

তাঁর এই কয়েকলাইন লেখা পড়ে কোনো একটা বিপদের আশঙ্কা করে, এরই মাঝে আমি সম্ভব-অসম্ভব সবরকম জায়গায়ই তাঁর খোঁজ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মি.

মরিসের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি! নিশ্চয়ই তিনি শত্রুহস্তে প্রাণ দিয়েছেন, অথবা শত্রুহস্তে বন্দি হয়েছেন।

তাঁর লেখা থেকে কয়েকটা জিনিস সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কাল শেষরাতেই তিনি জেনেছিলেন যে, রিগ্যাল ম্যানশনের দোতলায় একটা কিছু কাণ্ড হচ্ছে। সে কাণ্ডটা যে কি, আমরা আজ তা ভালো করেই জানি।

তারপর আর-একটা কথা হচ্ছে—তিনি ওই ব্যাপারটার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন; আর সম্ভবত তারই ফলে তিনি বিরুদ্ধপক্ষের হাতে বন্দি বা নিহত। সুতরাং, মি. মরিসকে যারা অন্তর্হিত করেছে তারা, আর রিগ্যাল ম্যানশনে হত্যাকাণ্ডের যারা নায়ক, তারা সম্পূর্ণ অভিন্ন। কেমন, তাই নয় কি, মি. চৌধুরি?"

প্রকাশ বলল, "হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য। কেবল তাই নয় মি. ব্রুক! আরও কয়েকটি সত্য এর মাঝে ফুটে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের যারা আততায়ী, অথবা মি. মরিসের অন্তর্ধানের জন্য যারা দায়ী, তাদের দলে মোটরগাড়ি; হত্যার উপযুক্ত সময় ও স্থান সম্পর্কে জানবার জন্যে তারা আগে হতেই গুপ্তচর নিযুক্ত রেখেছিল; ক্যাপ্টেন হোয়ায়ের বাড়ির ভেতর থেকেই কেউ সবুজ আলো দেখিয়ে হত্যাকারীকে ইঙ্গিত করেছিল; তারপর হত্যার প্রতিক্রিয়াও সম্ভবত নতুন-কিছু। মি. মরিসের 'ঝোড়ো হাওয়া' কিসের আভাস দিচ্ছে, কে জানে! কিন্তু নিশ্চয়ই একটা কিছু রহস্যময়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাজেই যারা মোটরগাড়ির মালিক, যারা গুপ্তচর নিযুক্ত করে কাজের পথ সুগম করে নেয়, যারা রহস্যময় 'ঝোড়ো হাওয়ার' উদ্ভাবন করতে পারে, সর্বোপরি যারা মি. মরিসের মতো একজন জবরদস্ত পুলিশঅফিসারকেও সরিয়ে ফেলতে পারে,—তারা প্রকৃতই সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল।

আপনার অনুমান যথার্থই সত্য মি. ব্রুক ক্যাপ্টেন, হোয়াংয়ের হত্যাকাণ্ড সাধারণ কোনো হত্যাকাণ্ড নয়; এর পেছনে রয়েছে একটা সুসংবদ্ধ দল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

প্রকাশ চৌধুরির কথাগুলো শুনতে শুনতে মি. ব্রুকের মুখখানা যেন আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেল! যা হোক, খানিকক্ষণ নীরব থেকে বিষণ্ণমুখে তিনি বলতে শুরু করলেন, "তাহলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত মি. চৌধুরি! কাজেই দেখুন, শত্রু যেখানে এত প্রবল যে, তারা রঙ্গমঞ্চে নামতে না নামতেই মি. মরিসের মতো একজন ইনস্পেক্টরকে সরিয়ে ফেললে, সেখানে বিন্দুমাত্র অবহেলা ও ত্রুটি থাকা উচিত নয়। তাই আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি মি. চৌধুরি। এই তদন্তে আমি আপনার সাহায্য চাই।

আপনি পুলিশবিভাগের কেউ না হলেও, কার্যক্ষেত্রে আপনি পুলিশকেই সাহায্য করেন; জনসেবার দায়িত্ব, সমাজকে যথাসাধ্য নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব আপনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ব্যাপার ও মি. মরিসের অনুসন্ধান ভার আমি আপনাকেই দিতে চাই মি. চৌধুরি! বলুন, আপনার এতে কোনো আপত্তি কি না?"

প্রকাশ কয়েকমিনিট চিন্তা করে বলল, "না কমিশনার, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু একটিমাত্র শর্তে আমি আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। সেই শর্তটা এই যে, আমার কোনো কাজ সম্বন্ধে আগে থেকে আপনারা কোনো কৈফিয়ত চাইতে পারবেন না, এবং আমি যখন যেটুকু সাহায্য পুলিশের কাছ থেকে চাইব, বিনা প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ আমাকে তা দিতে হবে। আমার এই শর্ত মেনে নিলেই আমি সানন্দে আপনাদের সাহায্য করতে রাজি আছি।"

কমিশনার একটু চিন্তা করে হেসে বললেন, "তাই হবে মি. চৌধুরি! যদিও আপনার এই শর্তটা একটু কঠিন, তাহলেও আমি তাতে রাজি আছি। কারণ, আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে এবং আপনার এই শর্তে রাজি হয়ে আমি যে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের কাছে হাস্যাস্পদ ও অপদস্থ হব না, এটুকু আমি জোর করে বলতে পারি।"

প্রকাশ হেসে বলল, "ধন্যবাদ! আমার ওপর আপনার এই উচ্চধারণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কাজ আরম্ভ করবার আগে আমি সমস্ত ব্যাপার আরও কিছু বিস্তৃতভাবে শুনতে চাই, তারপর নিজে গিয়ে একবার ঘটনাস্থল দেখে আসব।"

কমিশনারসাহেব মৃদু হেসে বললেন, "বেশ, সে তো খুবই ভালো কথা। ঘটনা সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে, তা এখনই আপনাকে বলছি।

আজ সকালে রিগ্যাল ম্যানশন থেকে ক্যাপ্টেন হোয়ায়ের এক চাকর পুলিশের হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানায় যে, তার মনিব অতি অদ্ভুত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন।

খবর পেয়ে হেড কোয়ার্টার থেকে ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টার মি. রজার্স ও তারকবাবু ঘটনাস্থলে যাত্রা করেন। তাঁরা গিয়ে দেখতে পান যে, দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা অবস্থায় মি. হোয়াং অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ—বিশেষত মুখ—অতি ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তাঁর মৃতদেহ প্রায় রক্তহীন অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তার দেহের বেশির ভাগ রক্ত অতি অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য হয়েছে।

মি. রজার্সের কাছে ফোনে এই অদ্ভুত সংবাদ শুনে আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই এবং বিস্মিত হয়ে দেখতে পাই যে, রজার্সের কথা সত্য।

ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের দুজন ভৃত্যও সেখানেই ছিল। তাদের জেরা করে মূল্যবান কোনো তথ্যই আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। যে প্রথমে ফোন করে হেড কোয়ার্টারে মি. হোয়াংয়ের মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিল, তার কাছ থেকে জানতে পারি, যে, ক্যাপ্টেন হোয়াং তাঁর কাজকর্ম শেষ করে রাত প্রায় দশটার সময়ে শুতে যান। তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে, তা সে কিছুই জানে না। ভোরবেলা উঠে সে বারান্দার দিকে একটা জানলা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মি. হোয়াংকে দেখতে পায়। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর কোনো উত্তর না পেয়ে সে ভীত হয়ে থানায় ফোন করে।

পুলিশ নিরুপায় হয়ে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে তারা দেখতে পায় যে, ঘরে সবসুদ্ধ চারটে জানলা এবং একটা দরজা রয়েছে। বাইরে পথের দিকে তিনটে

জানলা এবং ভেতরে বারান্দার দিকে একটা জানলা ও একটা দরজা। বারান্দার দিকের জানলাটা আর বাইরের দিকের একটামাত্র জানলা ছাড়া অন্য সবকটা জানলাই ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। দরজাটাও যে ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল, সেকথা তো আগেই বলেছি। ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ভৃত্য সকালে বারান্দার দিকের সেই জানলা দিয়েই তাঁকে নিহত অবস্থায় দেখতে পায়। কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে যে হত্যাকারী সেই ঘরে প্রবেশ করেছিল, তা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি।"

প্রকাশ প্রশ্ন করল, "জানলাগুলোতে লোহার শিক দেওয়া ছিল, না, খালি ছিল?"

কমিশনার বললেন, "সেকথাও আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। হত্যাকারী জানলা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেনি। কারণ, বারান্দার দিকের জানলায় বেশ মোটা এবং মজবুত লোহার শিক দেওয়া ছিল। অবশ্য বাইরের দিকের জানলায় শিক নেই, কিন্তু সে পথে কোনো লোক প্রবেশ করতে পারে না।

তাছাড়া ঘরে কোনো পদচিহ্ন বা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য কোনো চিহ্নও আমরা দেখতে পাইনি। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রই অবিকৃত, কেউ তা স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। এমন কি, বালিশের তলায় একটি গুলিভর্তি রিভলভার, আর ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের একখানি নোটবুক,—তা পর্যন্ত কেউ ছোঁয়নি!"

প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, "নোটবুক? সেই নোটবুকে কি লেখা আছে, কিছু দেখেছেন কি?"

মি. ব্রুক বললেন, "না, তা ভাল করে দেখবার কোনো সময়ই পাইনি। অধিকাংশই চিনেভাষায় লেখা, কেবল শেষদিকের কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজি। ভালো করে দেখবার জন্যে আমি সেটি নিজের কাছেই এনে রেখেছি। আপনি যদি দেখতে চান তো দেখাতে পারি।"

এই বলে তিনি তাঁর টেবিলের একটা দেরাজ টেনে ছোট্ট নীলরঙের একখানি নোটবুক বার করলেন।

প্রকাশ দেখল, খাতাখানির প্রথমদিকের সবটাই চিনেভাষায় লেখা। তারপর কতকগুলো সাদা কাগজ। খানিকটা পরে আবার কতকগুলো লেখা কাগজ—কিন্তু সেগুলো সবই হচ্ছে ইংরেজি।

প্রকাশ এক নিমিষে সবকটা পাতার ওপর দিয়ে তার চোখ বুলিয়ে নিলে। ইংরেজি অংশ দেখে মনে হল, সে যেন ছোট্ট একটি ডায়ারিবিশেষ! জানুয়ারি মাসের ১ থেকে আগস্টের ৩০ পর্যন্ত তাতে তারিখ লেখা আছে—প্রত্যেক তারিখের পাশে একটু করে জায়গা পেন্সিল তাতে বা কালিতে এক-একটি ঠিকানা লেখা।

আগস্ট ১৫ : '১৬ নং ওয়েলেস্‌লি'
আগস্ট ১৬ : 'ইস্টার্ন ক্লাব'
আগস্ট ১৭ : 'রিগ্যাল ম্যানশন'

এই পর্যন্ত দেখেই প্রকাশের চোখ যেন মুহূর্তের জন্য একটু বিশ্রাম করে নিল, সে যেন অনুসন্ধানের কি-একটা সূত্র খুঁজে পেল!

সে ভাবতে লাগল : "১৭ আগস্ট অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের মৃত্যুদিবস,—সেদিন তিনি রিগ্যাল ম্যানশনে ছিলেন, কিন্তু অন্যদিন? ১৫ বা ১৬ তারিখে তিনি কি সেখানে ছিলেন না? ক্যাপ্টেন হোয়াং কি তাহলে এক-একদিন এক-এক জায়গায় কাটাতেন?

১৭ আগস্টের পরে, আগস্টের শেষ তারিখ পর্যন্ত ছককাটা তারিখের পাশে পাশে যে যে ঠিকানা লেখা রয়েছে, তাই কি ছিল তাঁর ভাবী দৈনিক রুটিন? তা নইলে এই এক-একটা তারিখের পাশে এক-একটা ঠিকানার মানে কি?

১৬ নং ওয়েলেস্‌লি, ইস্টার্ন ক্লাব, রিগ্যাল ম্যানশন, —এমনভাবে মানুষ কি কখনও রোজ রোজ ছুটে ছুটে বেড়ায়? এ যে অদ্ভুত রে বাবা!

কিন্তু কেন? এমন ছুটে বেড়ানোর মানে কি?—"

হঠাৎ তার চিন্তাস্রোত ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকল—প্রায় একসঙ্গে চারটি কনস্টেবল—প্রত্যেকেই সশস্ত্র, হাতে রিভলভার।

"হুজুর!" বলেই একজন মি. ব্রুককে সেলাম করে দাঁড়াল।

"ক্যায়া খবর"—মি. ব্রুক বিস্ময়ে স্তব্ধপ্রায়।

"খবর? হ্যাঁ, খবর দেখলিজিয়ে!—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড! একজন এগিয়ে এসে কমিশনারকে লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল, আর একজন লক্ষ্য করল গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরিকে। আর বাকি দুজন মুহূর্তের মধ্যে ছোঁ মেরে প্রকাশের হাত থেকে সেই নোটবুকখানি কেড়ে নিলে! তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই, তারা বিদ্যুদবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"সার্জেন্ট!" বলে হেঁকেই কমিশনারসাহেব তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রকাশও উত্তেজিতভাবে তাঁর পেছনে ছুটে বেরুল।

কিন্তু বাইরে বেরুতেই আর এক বিস্ময়!—

এক অথর্ব বৃদ্ধ একখানি চিঠি হাতে দরজার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল। কমিশনার মি. ব্রুক বেগে ছুটে বেরুতেই ধাক্কা লেগে সে পড়ে গেল—সে আহত হয়ে আর্তনাদ করে উঠল!

সাহেব লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়ালেন, তবু তপ্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি? কি চাও?"

বৃদ্ধ নীরবে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানি এগিয়ে দিল। কমিশনারসাহেব দেখলেন, তাতে ইংরেজিতে যে কয়েকটি কথা লেখা আছে, তার প্রত্যেকটি থেকে যেন আগুনের হলকার মতো স্পর্ধা ফুটে বেরুচ্ছে! সাহেব পড়লেন, তাতে লেখা রয়েছে :

"ক্যাপ্টেন হোয়াং খুন হয়েছে, সে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে আমরা জ্যান্ত রাখব না। কিন্তু তাই নিয়ে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করো, তাহলে তোমাদেরও অবস্থা হবে মি. মরিসের মতো। কাজেই সাবধান মি. ব্রুক! সাবধান মি. প্রকাশ চৌধুরি!

রক্তচীন।"

স্তব্ধবিস্ময়ে তাঁরা চিঠিখানি পড়লেন প্রায় তিন-চারবার। কারু মুখ থেকে একটা টুঁ শব্দ একটা বেরুল না!

চার

পরদিন। কথা হচ্ছিল গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরি ও তার সহকারী বন্ধু অজিত বোসের সাথে। হঠাৎ ঝনঝন করে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল।

প্রকাশ রিসিভারটা তুলে নিয়েই বলল, "হ্যালো! কাকে চাই?"

অজিত দেখল, প্রকাশ টেলিফোনের কথা শুনতে শুনতে বেশ সোজা হয়ে বসল, তার মুখ-চোখ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

খানিকক্ষণ একমনে কিছু শুনেই "ধন্যবাদ!" বলে প্রকাশ রিসিভারটি রেখে দিল। মুখে তার শান্ত মৃদু হাসি।

"কি খবর প্রকাশ?" জিজ্ঞাসা করল অজিত।

প্রকাশের মুখ আবার এক অপূর্ব হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সে বলল, "খবর? শোনো তবে!

এইমাত্র এক বন্ধু আমায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, কাল পুলিশ কমিশনারের বাংলোয় আমার হাত থেকে যে নোটবইখানি তাঁরা নিয়ে গেছেন, সেখানি তাঁদের কোনো কাজেই লাগবে না। অথচ মৃত ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের অধিকারে এমন একখানি নোটবই ছিল, যেখানি তাদের বিশেষ দরকার। বইখানি সম্ভবত এখন আমাদের কাছে আছে—তিনি তা দাবি করছেন।

বন্ধুটি বললেন যে, তিনিও বাঙালি! বাঙালি হয়েও তিনি 'রক্তচিনের' পক্ষপাতী এই জন্যে যে, তারা লড়াই করছে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। এমন পবিত্র কাজে বাঙালিমাত্রেরই সহানুভূতি দরকার। আমার কাছেও তিনি সেই সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। কাজেই তাঁর অনুরোধ হচ্ছে, আমি যেন এ-ব্যাপারে হাত না দিই!

অবশ্য তাঁদের অনুরোধ যদি আমি রক্ষা করি, তাহলে আমার আর্থিক ক্ষতি সম্পূর্ণই তাঁরা পূরণ করবেন। কিন্তু অনুরোধসত্ত্বেও আমি যদি এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করি, তাহলে আমারও ধ্বংস অনিবার্য! আমাকে ভেবে দেখবার জন্যে তিনি তিনদিন সময় দিয়েছেন।"

অজিত বলল, "তুমি কি করতে চাও এখন?"

অজিতের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে প্রকাশ চুপ করে বসে রইল।

অজিত লক্ষ্য করল, তার মুখে পরম কৌতুক ও কৌতূহল।

অজিতই প্রথম নীরবতা ভেঙে কথা কইল। সে বলল, "এদের এই শাসানিকে তুমি কি প্রকৃতই আন্তরিক বলে বিশ্বাস করো?"

"নিশ্চয়ই!" প্রকাশ সংক্ষেপে তার অভিমত ব্যক্ত করে আবার বলল, "নিশ্চয়ই করি অজিত! কেন করি, তা কি বুঝতে পারছ না?

যে-কোনো কারণেই হোক, ক্যাপ্টেন হোয়াং তাঁর জীবনের আশঙ্কা করতেন প্রতি মুহূর্তে। কাজেই নিত্যনতুন জায়গায় থাকবার জন্য কলকাতা শহরে তাঁর ফ্ল্যাট-ভাড়া নেওয়া ছিল কমপক্ষে পাঁচটা; তাছাড়া হোটেল, বোর্ডিং, ক্লাব, এসবেব তো অন্তই নেই!

তুমি নিজেই জেনে এসেছো, ১৭ আগস্ট ভোর আটটার সময় ক্যাপ্টেন হোয়াং রিগ্যাল ম্যানশনে আড্ডা নিয়েছিলেন। কাজেই সেখানে তিনি মাত্র একদিনের অতিথি! ঠিক সেই দিনটিতে তিনি যে ওখানে অতিথি হবেন, এখবরটি অপর কেউই জানত না, একমাত্র তিনিই জানতেন;—তিনি তাঁর নোটবইয়ে তা লিখে রেখে দিয়েছিলেন সম্ভবত ৮/১০ দিন আগেই।

১৫ ও ১৬ তারিখেও তিনি তাঁর নির্দিষ্ট রুটিন অনুসরণ করে ১৬নং ওয়েলেসলি ও ঈস্টার্ন ক্লাবে কাটিয়েছেন, সেখবর আমি নিয়েছি। বেঁচে থাকলে তিনি বরাবরই এইভাবে রুটিন অনুসরণ করে যেতেন। তাঁর ছককাটা ডায়ারিতে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত সেসব লেখা ছিল।

এখন ভাবো দেখি অজিত, যে লোক এইভাবে দিনের পর দিন নতুন নতুন ঠিকানায় কাটাচ্ছিল, এই রক্তচিনের দল তাকেও হত্যা করলে। এতই সতর্ক ও অনুসন্ধানী এই রক্তচিনের দল!

তারপর ভাবো দেখি, কমিশনারের বাংলোর কথা! কতটা ষড়যন্ত্রের পরে, তবে তারা কাজ হাসিল করল!

এক শরবতের দোকানে নিয়ে চারজন কনস্টেবলকে শরবত খাওয়াল খাতির-যত্ন করে! তার ফলে তারা হল অজ্ঞান। তখন তাদেরই পোশাকে নকল-পুলিশ সেজে তারা সটান চলে এল কমিশনারসাহেবের বাংলোয়। সেখানে এসে তারা বাংলার রক্ষক সার্জেন্টসাহেবকে পেনসিলে-লেখা একখানি নকল চিঠি দেখিয়ে বললে যে, ডেপুটি কমিশনার তাদের লালবাজার থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সার্জেন্টসাহেবের বদলে এখানে পাহারা দেবার জন্যে।

তারা বললে যে, কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের মাঝে নাকি ফোনে এই আলাপ হয়েছে এইমাত্র। সার্জেন্টসাহেবের এখনই যাওয়া দরকার এইজন্যে যে, একটা গোপন খবর পেয়ে একলরি পুলিশ ও সার্জেন্ট এখনই মি. মরিসকে উদ্ধার করতে বেরুবে।

তারপর দেখো, সার্জেন্টকে সরিয়ে দিয়ে কোত্থেকে এক আধমড়া বুড়োকে তারা জোগাড় করে নিয়ে এল! তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে, তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল ঠিক দরজাটির পাশেই।

তারা জানত যে, উত্তেজিতভাবে কেউ বেরুলেই সে বুড়োকে মারবে ধাক্কা। তখন তাকে নিয়েই হয়তো পাঁচ মিনিট সময় কেটে যাবে। হলও ঠিক তাই। আর ঠিক সেই সময়টুকুর মাঝেই নকল-পুলিশ চারজন নোটবুক খানা নিয়ে, ট্যাক্সিতে চেপে কোথায় উধাও হয়ে গেল!

এমন যারা সুশৃঙ্খল ও সতর্ক, তারা যা বলে বা লিখে জানায়, তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তার মাঝে কেবল শাসানির ভাব একেবারেই থাকতে পারে না। বন্ধুটি

টেলিফোনে আমাকে ঠিকই বলেছেন যে, তাঁদের কথামতো চললে আমার আর্থিক লাভ হবে যথেষ্ট; আর তা নইলে তাঁরা আমায় পরপারে পাঠাবার চেষ্টা করবেনই।

বন্ধু আমার অকপট ও সত্যবাদী; কাজেই তাঁকে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি।"

"তাহলে কি করতে চাও, প্রকাশ? পিছিয়ে পড়বে?" হতাশভাবে জিজ্ঞেস করল অজিত।

প্রকাশ বলল, "এখনও তিনদিন সময় আছে অজিত, তা ভুলে যাচ্ছ কেন? এই তিনদিনের ভেতর তো আমার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই!"

"তুমি তা বিশ্বাস করো, প্রকাশ?"

দৃঢ়স্বরে প্রকাশ বলল, "খুব করি, কারণ যারা দেশদ্রোহীকে সাজা দিতে চায়, তাদের নিষ্ঠুরতায় বা চাতুর্যে যত কিছুই নোংরামি থাক না কেন,—তারা দেশপ্রেমের উৎকট নেশায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। সেখানে মিথ্যার কোনো স্থান নেই।

বিশেষত বাঙালি দেশপ্রেমিকরাও এদের সাথে জুটেছে। বাঙালি দেশপ্রেমিক, যাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র;— তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী বাঙালি দেশপ্রেমিকরা যখন এদলে যোগ দিয়েছে তখন তারা চিনকে দেখাতে চাইবে একটা উদার বাঙালিজাতির উন্নত নৈতিক চরিত্র।

সেইসঙ্গে আর কি দেখাবে জানো? এরা দেখাবে বাঙালির বুদ্ধি অপরিসীম, বাঙালি গোয়েন্দাগিরিতেও শার্লক হোম্‌সের মতো অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারে। এরা কাউকে কোনো বিষয় ভাববার সময় দিলেও, একেবারে লাগাম ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে চাইবে না। এদের ভয় হয়, বুদ্ধিতে যদি রক্তচিনের কাছে হার মেনে যায়!

কাজেই, এরা সময় আমাকে দিয়েছে বটে; তবু আমি জানি, এরা আমাকে দৃষ্টির বাইরে রাখবে না এক মুহূর্তও—এরা আমাকে চোখে চোখে রাখবেই।"

"বলো কি হে প্রকাশ!" অজিতের কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ বিস্ময়।

মৃদু হেসে প্রকাশ বলল, হ্যাঁ অজিত, এ আমার নিশ্চিত ধারণা। আমি একথাও তোমায় নিশ্চয় করে বলতে পারি, বন্ধুটি যে-মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে থেকেই আমি নজরবন্দি হয়ে আছি। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি একবার বাইরে যেয়ে ঘুরে-ফিরে দেখে এসো—সত্যি-মিথ্যে এখনই বুঝতে পারবে।"

"বটে!" কিসের একটা আভাস পেয়ে অজিত উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে হল একটা শব্দ! কে যেন ধপ করে একটা লোক জানলার কার্নিশ থেকে আঙিনায় লাফিয়ে পড়ল।

"প্রকাশ! প্রকাশ! দাও তো পিস্তলটা!" অজিত উত্তেজিতভাবে হাত বাড়াল।

ঈষৎ হেসে প্রকাশ বলল, "থামো, থামো, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যিনি এসেছিলেন, তিনি আমাদের শত্রু নন, তিনি আমাদের বন্ধু। অফুরন্ত টাকাকড়ির প্রতিশ্রুতি দেন যিনি,

তিনি কি কখনও শত্রু হতে পারেন অজিত?

তার চেয়ে বরং ওঁকে ডাকো একবার—বন্ধু! বন্ধু!—"

প্রকাশের উচ্চহাস্যে সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন চৌচির হয়ে গেছে!

পাঁচ

সকাল আটটা না বাজতেই যখন এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরির বাড়ি হতে বেরিয়ে গেল, অজিত আর তখন না হেসে থাকতে পারল না।

হাসবার ব্যাপারই বটে! অমন শক্তিশালী বলিষ্ঠ-বপু প্রকাশ চৌধুরির এমন রূপ-পরিবর্তন বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য। কিন্তু প্রকাশ জানত তাছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। ইনস্পেক্টর রজার্স আজ দুদিন যাবৎ তাকে কেবলই ফোন করে জানাচ্ছেন 'রিগ্যাল ম্যানশনের ঘটনাস্থলে তাকেও একবার যেতে হবে। কিন্তু প্রকাশ যায় কেমন করে! কারণ, 'রক্তচিনে'র দল তাকে যে ভাববার সময় দিয়েছে তিনদিন। তারা যদি বুঝতে পারে যে, প্রকাশ সেবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করে এখন থেকেই কেসটা হাতে তুলে নিয়েছে, তাহলে যে তার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ হবে তখন থেকেই। কিন্তু যতটা সম্ভব, শত্রুপক্ষকে একটু নিষ্ক্রিয় রাখা সংগত নয় কি? সে তাই অজিতের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছে, আজও সে তদন্তকার্যে নিজের স্বরূপ নিয়ে বেরুবে না। কারণ শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই তাকে চোখে চোখে রাখছে? কাজেই সে স্থির করেছে, প্রায় অথর্ব এক বৃদ্ধের সাজে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে, দু-চারটে অলিগলি ঘুরে রিগ্যাল ম্যানশনে যাবে; ইনস্পেক্টর তারক দাস অথবা মি. রজার্স তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবেন না। সে তারপর কোনো এক নির্দিষ্ট কামরায় তার বেশ পরিবর্তন করে, নিজের মূর্তিতে তদন্তকার্যে সহায়তা করবে।

ফিরে আসবার বেলায়ও সে তার ছদ্মবেশেই বাড়ি ফিরে আসবে—প্রকাশ চৌধুরির নিজের মূর্তিতে নয়।

* * *

কার্যত, হলও তাই। প্রায় ঘণ্টা-তিনেক পরে ঘটনাস্থলের তদন্ত শেষ করে প্রকাশ তার ছদ্মবেশে বাড়ি ফিরে এল।

সিঁড়ির ওপর থেকে হাসিমুখে অজিত তাকে সম্বর্দ্ধনা করে বলল, "বুড়োহাড়ে সত্যি সত্যিই ভেলকি খেলল নাকি!"

প্রকাশ ঘরে ঢুকেই তার সাজ বদলাতে বদলাতে হেসে বল্‌ল, "ভেলকিই, শুধু খেলে না, পুরোনো চাল যে ভাতে বাড়ে— সে-কথাটাও বলো না! কিন্তু আগে চা খাওয়ার ব্যবস্থা করো।"

জলযোগের পর্ব শেষ হয়ে গেলে, অজিত বললে, "এখন বলো দেখি, ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের খুন সম্পর্কে কোনো সূত্র খুঁজে পেলে?"

প্রকাশ বলল, "বিশেষ কিছু পাইনি; কিন্তু একেবারেই যে কিছু পাওয়া যায়নি সে-কথা বলা চলে না। একে একে বলব, কিন্তু এখনই নয়! সে আলোচনা হবে, সন্ধেবেলা! আমাকে এখনই ফের বেরুতে হবে।"

প্রকাশ এই বলে তখনই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রকাশ যখন ফিরে এল, রাত তখন আটটা। এক কাপ চা খেয়ে সে বলতে শুরু করলে :

'ক্যাপ্টেন্ হোয়াং খুন হয়েছেন, রিগ্যাল ম্যানশনের একটি ফ্ল্যাটে, ফ্ল্যাট নম্বর ৬। প্রত্যেকতলায় পাশাপাশি চারটে করে ফ্ল্যাট, প্রত্যেক ফ্ল্যাটে চারখানি করে ঘর—তাছাড়া রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, বাথরুম এইসব।

অস্থায়ী ভাড়াটের পক্ষে যতটুকু আসবাবপত্র থাকা সম্ভব, ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের সাথে তার চেয়ে বেশি কোনো জিনিসপত্র ছিল না! দুটো চাকর আর তাঁর নিজের জন্যে তিনটে বিছানা, দুটো বড়ো সুটকেস আর খানকয়েক বই ও ম্যাগাজিন, আর থালা-বাসন সামান্য।

চাকর দুজনের একজন চিনে, একজন বার্মিজ। চিনেচাকরটার নাম, 'ফো লিং' আর বার্মিজের নাম, 'মংলু'। জিজ্ঞেস করে জানলুম, তারা দুজন ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের সাথে বছর দুই যাবৎ আছে। ক্যাপ্টেন হোয়াং নাকি তাদের দুজনকেই জাপানি সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, কাজেই তারা খুব কৃতজ্ঞ—তাঁকে ছেড়ে আর যেতে চায়নি।

যতটুকু মনে হল, তারা সন্দেহের বাইরে। কিন্তু তবু তাদের কিছু সন্দেহ করতে হচ্ছে। তার কারণ কি জানো অজিত? তার কারণ হচ্ছে, তারা অনেককিছু কথা নিশ্চয়ই চেপে যাচ্ছে, আমার এই ধারণাই হয়েছে।

তারা খুন করেনি বটে, কিন্তু অনেককিছু রহস্য গোপনের জন্যে তারা দায়ী। ক্যাপ্টেন হোয়াং যে এক-একদিন এক এক জায়গায় থাকতেন, মাত্র সেইদিন প্রাতেই তিনি রিগ্যাল ম্যানশনে এসেছিলেন—এ-খবর তারা স্বেচ্ছায় বলতে চায়নি। আমি একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করায় তারা বলতে বাধ্য হয়েছে, বেফাঁস কথার মধ্যে দিয়ে!

আচ্ছা, এখন একটা কথা ভাবো দেখি অজিত! এতবড়ো পাঁচতলা বাড়ির গোটাকুড়ি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা ফ্ল্যাটে এক ভাড়াটে এল ভোরবেলায়। শত্রুপক্ষ সেইদিনই সে-খবর পেয়ে গেল। আমি স্বীকার করি,—খবর পাওয়া হয়তো কঠিন নয়, কারণ ক্যাপ্টেন হোয়াংকে তারা চোখে-চোখেই রেখেছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ফ্ল্যাটে ঢুকে অপর একজন একটা সবুজ আলো দেখিয়ে সংকেত করে কি করে? জানো তো, মি. মরিস তারই আভাস দিয়ে গেছেন! ফ্ল্যাটের সদর দরজা ফো লিং নিজের হাতে বন্ধ করেছিল, বাড়িতেও আর কেউ ঢোকেনি; সেকথা তারা জোরগলায় বলতে চায়। বল তো অজিত তাহলে ৬নং ফ্ল্যাটের বারান্দায় সবুজ আলো জ্বলে কেমন করে?"

অজিত বললে, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রকাশ!"

প্রকাশ বলল, "আমিও প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু পরেই সব বোঝা গেল। কেমন করে বোঝা গেল, সব বলছি।

ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ঠিক মাথার ওপরেই ১০নং ফ্ল্যাট। কিছু বেআইনি হলেও সেখানে আমাদের ঢুকতে হল। তারকবাবু ও মি. রজার্স, বাড়ির লোকদের নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমি করলুম গোয়েন্দাগিরি। আমি দেখতে পেলুম, একটা অতিরিক্ত ইলেকট্রিকের তার সেই বারান্দায় ঝুলছে।

ওখানে ওই তারটা কেন জিজ্ঞেস করায় বাড়ির কর্তা বললেন, "আমাদের নতুন চাকরটা রোজই রাত জেগে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে। এটা তারই বন্দোবস্ত।"

"বাল্‌ব কই?" জিজ্ঞেস করায় বাড়ির কর্তা তার কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

চাকরটির খোঁজ করা হল। কিন্তু সে নাকি অসুস্থ হয়ে ১৮ আগস্ট, অর্থাৎ খুনের পরদিন, ভোরবেলা তার দেশে চলে গেছে!

"এখন বুঝলে তো ব্যাপারটা! সেই মহাপুরুষ চাকরটি এই রক্তচিনের একজন সাকরেদ! সে মাত্র দিন পনেরো যাবৎ চাকরি নিয়েছিল। যে-কোনোরকমেই হোক সে জানতে পারে যে, ক্যাপ্টেন হোয়াং রিগ্যাল ম্যানশনের ৬নং ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়েছেন। কাজেই সে ঠিক তাঁর মাথার ওপরের ফ্ল্যাটে চাকরির বন্দোবস্ত করে নেয়। ঘটনার দিন সে ওপর থেকে সবুজ বাল্‌ব ঝুলিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ফ্ল্যাট দেখিয়ে দেয়, আর তারপরেই বয়ে গেল একটা 'ঝোড়ো হাওয়া'!"

"ঝোড়ো হাওয়া?" অজিত বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

প্রকাশ ঈষৎ হেসে বলল, "হ্যাঁ, ঝোড়ো হাওয়া'—মি. মরিস সেই নামই উল্লেখ করেছেন। 'ঝোড়ো হওয়া' জিনিসটা যে কি, আমি তারও আভাস পেয়েছি অজিত!"

অজিত নীরবে সব শুনে যেতে লাগল। প্রকাশ বলল, "তুমি শুনলে আশ্চর্য বোধ করবে অজিত, ক্যাপ্টেন হোয়াং কোনো মানুষের হাতে খুন হননি। তার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, একটামাত্র জানলা ছাড়া অন্যান্য দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ করেই তিনি শুয়েছিলেন। তিনি খুন হয়েছেন, 'ঝোড়ো হাওয়া'র হাতে।"

"রহস্য রাখো প্রকাশ, এখন সব খুলে বলো।" অধীরভাবে বলল অজিত।

প্রকাশ হেসে বলল, "ঝোড়ো হাওয়া' জিনিসটা কি, তা দেখবে? এই দেখো।" এই বলে সে তার পকেট থেকে কাগজে-জড়ানো একটা পাখির পালক টেবিলের ওপর রাখল।

প্রকাশ সেটি দেখে বলতে লাগল, "এই পালকটি যে-জীবের, ক্যাপ্টেন হোয়াং খুন হয়েছেন সেই জীবের হাতে। ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের খাটের তলায় দেখতে পেয়ে, আমি এই পালকটি নিয়ে আসি। তারপর 'রিগ্যাল ম্যানশন' থেকে আসবার বেলায় বৃদ্ধের বেশেই আমি আমার এক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। সে বলল, এই পালকটি হচ্ছে একরকম বাদুড়জাতীয় জীবের পালক। সত্যিকারের বাদুড়ের অবশ্য পালক থাকে না, কিন্তু এই জাতীয় রক্তশোষক বাদুড়ের গায়ে পালক থাকে। তাহলে এখন বুঝতে পারছ অজিত, ক্যাপ্টেন হোয়াং খুন হয়েছেন একজাতীয় রক্তশোষক বাদুড়ের হাতে! কাজেই তাঁর দেহ অমন রক্তশূন্য দেখা গেছে। আর, হত্যাকারী

পাখাওয়ালা জীব বলে তার পক্ষে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে একেবারেই অসুবিধা হয়নি!

ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের সাথে এই বাদুড়টার সম্ভবত কিছু ধস্তাধস্তি হয়েছিল। তারই ফলে একটা পালক তার ডানা থেকে খসে পড়েছিল।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অজিত বলল, "ধন্যবাদ, প্রকাশ, ধন্যবাদ! তুমি দেখছি অনেককিছু খবর জেনে এসেছো! আমি তোমায় ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।"

ঈষৎ হেসে প্রকাশ বলল, "কেবল তুমি কেন? আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, স্বয়ং ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের প্রেতাত্মা পর্যন্ত আজ আমাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য!"

হঠাৎ বাইরে একটা ভয়ানক আর্তনাদ! কে যেন মহা আতঙ্কে ভয়ার্ত বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে কিসের একটা পতনশব্দ!

"ও কি? ও কি প্রকাশ?—" বলে অজিত তখনই ছুটে বেরুচ্ছিল। বাধা দিয়ে প্রকাশ বলল, "আঃ! কি করছ তুমি অজিত? অত ব্যস্ততা কেন? ধীরে ধীরে গেলেই চলবে।" এই বলে সে ফিক করে হেসে ফেলল!

অজিত বিস্ময়ে অবাক! সে ভাবল, "প্রকাশ পাগল হল নাকি? আবোল-তাবোল কি সব বকছে!"

এমন ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে, বাইরের একটা ঘর থেকে ছুটে এল প্রকাশের চাকর, ভিকু।

"বাবু! বাবু! কে এমন চেঁচিয়ে উঠল?" সে প্রশ্ন করল।

প্রকাশ একটি টর্চ নিয়ে বেরুতে বেরুতে বলল, "নিশ্চয়ই কোনো বন্ধু! আগে তেল-জল নিয়ে আয় রে, একটু ডাক্তারি করতে হবে!"

টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা বলিষ্ঠ লোক—হিন্দুস্থানি পোশাক-পরা—মাটিতে পড়ে আছে! দেহ তার নিস্পন্দ—অসাড়!

লোকটা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

ছয়

ব্যাপারটা যে এতখানি গড়াবে, এ-ধারণা—অন্য কেউ দূরে থাক স্বয়ং প্রকাশ চৌধুরি পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেনি।

অজিত ভেবেছিল, প্রকাশ যে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের একটা হুবহু প্রতিমূর্তি তৈরি করিয়েছে, সে বুঝি তার একটা নিছক খেয়ালমাত্র। প্রকাশ প্রতিমূর্তিটি তৈরি করিয়ে, পাশের ঘরে টেবিলের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। হাতে তার মোটা একগাছা লাঠি, যেন কাউকে মারতে উদ্যত। তার মুখ-চোখ রক্তাক্ত, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত তখনও তা থেকে টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অতি বীভৎস ও প্রতিহিংসাপরায়ণ সেই মূর্তি।

অজিত বলল, "এসব যে তুমি করিয়ে রেখেছ, সে তো আমি জানি, প্রকাশ। কিন্তু ঘরের দরজাটা ছিল বন্ধ। তা খুললেই-বা কে? আর এই আলোই-বা জ্বালল কে? ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের এই পৈশাচিক মূর্তি আত্মপ্রকাশই-বা করল কখন?"

প্রকাশ আবারও হেসে ফেলল। সে বলল, "অজিত, তুমি কেবল খোসাটুকুই দেখেছিলে, কিন্তু ভেতরটা দেখোনি। মূর্তিটি তৈরি করবার পর নিজের হাতে ইলেকট্রিক ফিটিং করেছিলুম, সে খবর তো জানো তুমি। কিন্তু তুমি জানতে না যে, এর সুইচটা করেছিলুম আমার টেবিলের নীচে—ঠিক পায়ের তলায়।

তোমার সঙ্গে আমার যখন ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, আমি তখন ঠিকই অনুমান করেছিলুম যে, আমার 'রক্তচিনের' বন্ধুরা কেউ-না-কেউ এমন সুযোগ নষ্ট হতে দেবে না, তারা আমাকে চোখে-চোখে রাখছিল সেই প্রথমদিন থেকেই। কাজেই, আমাদের কথা কেউ ওঁত পেতে শুনছে, এই অনুমান করে আমি আমার পায়ের তলার সুইচটা পা দিয়ে টিপে দিই।

আমি ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে এমন একটা বন্দোবস্ত করে রেখেছিলুম যে, সুইচ টিপলেই ঘরের ভেতর একটা মিটমিটে নীল আলো জ্বলে উঠবে আর ধীরে ধীরে ঘরের দরজাটি খুলে যাবে।

এখানে হলও তাই। আর, তারই ফলে আমাদের সেই গোপনবন্ধুটি দেখল যে, তার পাশের ঘরের দরজাটি ধীরে ধীরে খুলে গেল আর ভেতরে দেখা গেল, ক্ষত-বিক্ষত মুখ-চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীভৎস প্রেতমূর্তি ক্যাপ্টেন হোয়াং!

অজিত, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন একজন লোকের চৈতন্য হারাবার পক্ষে এই কি যথেষ্ট কারণ নয়? ১০নং ফ্ল্যাটের যে চাকরটি নিজের হাতে সবুজ আলো দুলিয়ে রক্তচিনের কর্মকর্তাকে সেদিন হত্যার সংকেত করেছিল, সে যখন দেখল,—সেই ক্যাপ্টেন হোয়াং তার প্রেতমূর্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন তার পক্ষে স্থির থাকা আর সম্ভবপর হল না!—বিষম আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে সে তখনই ভয়ংকর চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এখন বোধহয় সবকিছু তুমি বুঝতে পারছ অজিত!"

"হ্যাঁ, বুঝলুম। কিন্তু বুঝতে পারছিনে প্রকাশ, কেন তুমি এখনও ওটাকে পুলিশে না দিয়ে এমনভাবে ঘরে পুষে রেখে দিলে!"

ঈষৎ হেসে প্রকাশ বললে, "তারও কিছু উদ্দেশ্য আছে অজিত!"

অজিত বলল, হ্যাঁ, তা আমি জানি। তুমি যে কেবল খেয়ালের বশে এটাকে পাহারা দিচ্ছ না, সে আমি বেশ ভালো করেই জানি। কিন্তু, কি তোমার উদ্দেশ্য? কাল রাতটা যে ওকে পাহারা দিয়েছ, তার তবু একটা মানে হয়। অত-রাতে আর কোথায় যাবে থানা-পুলিশের ঝঞ্ঝাট করতে? তাই না হয় রাতেরবেলায় ওটাকে চেপে রেখেছ। কিন্তু এখন দিনেরবেলা—দুপুরবেলা; এখনও এটাকে পুষছ কেন, প্রকাশ? চোর-বদমায়েশকে বাড়িতে আটকে রাখার দায়িত্বটা নিতান্ত কম নয়! কে জানে কখন কি করে বসে, বা কখন পালিয়ে যায়!"

আবার একটু হেসে প্রকাশ বলল, "সবই জানি অজিত, সবই জানি! কিন্তু উপায় নেই! বঁর্শেল তার সুতো ছেড়ে মাছকে [illegible] দেখেছ তো? এ ব্যাপারটাও সেইরকমই একটা-কিছু!

যা হোক, সবই তোমায় বলব, কিন্তু ভাবনা নেই। কিন্তু আগে ভালো করে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নাও—তারপর সবই জানতে পারবে। সংক্ষেপে এইটুকু জেনে রাখো, ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের খুনিরা মি. মরিসকেও চুরি করে নিয়ে গেছে; আমরা আজও তাঁর কোনো খোঁজখবর পাইনি। তা বার করতে হলে, এই হতভাগা বন্দিটাই হবে আমাদের একমাত্র উপায়।"

"কি যে বকছ তুমি!" অজিতের মুখে ফুটে উঠল আবিশ্বাসের হাসি।

প্রকাশ বলল, "তুমি হাসছ? কিন্তু তোমায় যদি বুঝিয়ে বলি, তাহলে আর হাসবে না। তা যাক এখন খাওয়াদাওয়া মেটাও,—বিশ্রাম করো। রাত্তিরে আজ কাজ আছে অনেক। বন্ধুবান্ধব অনেকেই আজ আমাদের অতিথি হবেন—তাঁদের অভ্যর্থনা করতে হবে তো!"

বিস্মিতভাবে অজিত বলল, "বটে! তুমি এত-কিছু অনুমান করছ?"

"হ্যাঁ, করছি বটে। কিন্তু এ শুধু অনুমান নয়, এ একটা ধ্রুবসত্য।"

কিন্তু একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় অজিতের বুকটা দুরুদরু করে কেঁপে উঠল!

সাত

কলকাতা শহরে ঝাউতলা রোডের মতো জায়গায় রাত নেমে আসে সকলের আগে। রাত নটা না-বাজতেই যেন নৈশ-নীরবতা সমস্ত পাড়াটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে! গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরির বাড়ীও তাই দশটা না-বাজতেই স্তব্ধ বিশ্রামের কোলে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ক্রমশ এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল। অবশেষে পাড়ায় কার কোন্ ঘড়িতে ঢং করে একটাও বেজে গেল। যারা জেগে ছিল, তারা বুঝল, রাত গভীর হয়ে গেছে।

বড্ড বেশি গরম বশে প্রকাশ চৌধুরির ভৃত্য ভিকু মাঝে মাঝে প্রায়ই বারান্দায় শুয়ে থাকে, আজও সে খোলা বারান্দায় শুয়েছিল।

হঠাৎ কি একটা অস্বস্তি মনে হওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ঘুম ভেঙে তাকাতেই সে যা দেখল, তাতে তার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, সে ভয়ে শিউরে উঠল!

সে দেখল, একটা বিকট-মুখ লোক পিস্তল উঁচিয়ে ঠিক তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে!

ভিকু চমকে উঠতেই লোকটা খুব চাপা আওয়াজে বলল, "চুপ! শব্দ করেছ কি, গুলি করব। বলো দেই হিন্দুস্থানি তেওয়ারিকে কোন্ ঘরে আটকে রেখেছ?"

ভিকু দেখল, সংখ্যায় তারা চার-পাঁচজন। এদের আদেশ পালন না করার মানেই হচ্ছে নির্ঘাত মৃত্যু!—কাজেই সে নীরবে সেই বন্দির ঘরখানি দেখিয়ে দিল।

একজন রইল ভিকুর কাছে পাহারা,—বাকি কজন অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিকুর অনুমান হল, তারা সম্ভবত তেওয়ারির ঘরের দিকেই গেল।

খানিকক্ষণ সবই নীরব—তারপর একটু চাঞ্চল্য। ভিকু সামান্য একটু মাথা তুলে দেখল, কয়েকজন লোক—লম্বা কিছু কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে! ভিকুর বুঝতে বাকি রইল না, এরা তেওয়ারিকে চুরি করে নিয়ে গেল!

ভিকু ভাবল "এই লোকটা তবু আমায় পাহারা দিচ্ছে কেন? যেজন্যে এসেছিল, সে কাজ তো শেষ হয়ে গেছে, এখনও তবু পাহারা দেওয়া কেন?"

ভিকুর মনের চঞ্চলতা বুঝি তার দেহেও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল! পাহারাওয়ালা লোকটা আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, অত বেশি ছটফট করলে তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হবে।

ভিকু একেবারে অসাড় নিস্তব্ধ হয়ে মড়ার মতো পড়ে রইল!

সহসা দেখা গেল, আবার দুটো লোক। তারা ধীরে ধীরে প্রকাশের ঘরের সামনে যেয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত তাদের নিজেদের মধ্যে কিসের একটু পরামর্শ হল, তারপর দুজনে দুটো জানলার কাছে এগিয়ে গেল।

ভিকুর সমস্ত বুকটা ধপধপ করতে লাগল—সে ভাবল, "তবে কি, বাবুকেও এরা..."

একসঙ্গে দুজনের হাতে দুটো পিস্তল মুহূর্তের মধ্যে গর্জন করে উঠল—আর গুলির সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত আর্তনাদ!

ভিকু আর পারল না—"বাবু! বাবু!—"

পিস্তলের বাঁটের এক আঘাতে সে তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল!

পাড়া থেকে কে ফোন করেছিল, "গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরির বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে।"

পুলিশ এসে গেল সেই খবরেই!

ইনস্পেক্টর তারকবাবু এসেই দেখলেন, ভিকু তখনও অজ্ঞান! আঘাত গুরুতর না হলেও বৃদ্ধ ভিকুর পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট।

তারকবাবু জমাদারকে বললেন, "আগে এদিকে নজর দাও জমাদার। একে সুস্থ করে তোলো।" এই বলে তিনি চলে গেলেন প্রকাশ ও অজিতের ঘরের দিকে।

ঘর তখনও ভেতর থেকে বন্ধ, আর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে!

তারকবাবুর আদেশে দরজা ভেঙে ফেলা হল—তারকবাবু ঘরে ঢুকে বিমর্ষভাবে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে ইনস্পেক্টর রজার্স ও স্বয়ং পুলিশ কমিশনার মি. ব্রুক পর্যন্ত সেখানে এসে হাজির হলেন। সকলেই বিষম ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরি ও তার সহকারী অজিত বোসকে কারা গুলি করে গেছে—এ-খবরটা সকলের কাছে বড্ড বেশি বেদনাদায়ক।

প্রকাশ ও অজিত দুজনেই জানলার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। মি. ব্রুক এগিয়ে গিয়ে প্রকাশের মাথাটি সুমুখদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

"এ কি?"—সকলের মুখেই বিস্ময়ের শব্দ!

"ইনস্পেক্টর রজার্স, ব্যাপার কি? এ যে দেখছি নকল মানুষ!" মি. ব্রুক বিস্ময়ে অবাক!

ঠিক তাঁরই পেছনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে জবাব দিল স্বয়ং প্রকাশ চৌধুরি, "হ্যাঁ কমিশনার! সত্যিই এ দুটো নকল মানুষ! আমি ঠিকই অনুমান করেছিলুম যে, তেওয়ারিকে আমার বাড়িতে আটকে রাখার ফলে, আমাদের জীবনের ওপর আক্রমণ হবে আজই; আর, তেওয়ারিকে তারা নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কাজেই গাটাপার্চার পুতুল ও ফুটবলের ব্লাডারকে জামাকাপড়ে সাজিয়ে এই কৌশলটুকু করতে হয়েছিল! গুলি খেয়ে সেই ব্লাডারদুটো আর্তনাদের যে চমৎকার অভিনয়টা করেছিল, তা আমরা ওই গাছে বসেও শুনতে পেয়েছি।"

তারকবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "যা হোক, তোমরা বেঁচে আছ তাহলে? কিন্তু তোমার তেওয়ারি কোথায় ছিল? তাকে নিশ্চয়ই ওরা নিয়ে গেছে!"

প্রকাশের মুখে আবার স্নিগ্ধহাসি! সে বলল, "হ্যাঁ, তেওয়ারিকে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেও নকল তেওয়ারি। আসল তেওয়ারি এখনও আমার ওই পূবদিক্‌কার ঘরে শুয়ে আছে—মরফিয়া-ইনজেকশনের ফলে ঘুমন্ত—অজ্ঞান! যাকে ওরা নিয়ে গেছে, সে হচ্ছে একটা লাশ;— গোটাকয়েক টাকা দিয়ে হাসপাতাল থেকে একটা লাশ কেনবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সেই লাশটাকেই ওরা নিয়ে গেছে।"

কমিশনার মি. ব্রুক শুধু সংক্ষেপে বললেন, "চমৎকার!"

প্রকাশ বলল, "ওই নকল তেওয়ারির পরিচয়টা প্রকাশ পেলেই তাকে ওরা ফেলে দেবে নিশ্চয়! কিন্তু লাশটা কোথায় পাওয়া যায়, কখন পাওয়া যায়, সে খবর থেকে আমাদের কিছু সুবিধা হতে পারে আশা করি। কাজেই আজকের ব্যাপারে ওদের লাভ হয়নি কিছুই—জয়লাভ করেছি আমরাই। আমাদের ক্ষতির মধ্যে, ভিকুর আঘাত—এই যা।"

ইনস্পেক্টর তারকবাবু কিছু উষ্মভাবে বললেন, "কিন্তু আমি বুঝলুম না প্রকাশ, কেন তুমি এত লুকোচুরি খেলতে শুরু করে দিয়েছ!

আমি তো মনে করি, যখন যেটাকে হাতে পাবে, তখনই সেটাকে ধরে নিয়ে হাজতে পুরবে। তুমি তো সে চেষ্টা কিছুই করছ না! আজ কি এদের সবকটাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারতুম না?"

"হয়তো পারা যেত তারকবাবু!" প্রকাশ বলতে লাগল, "কিন্তু তাতে লাভ হত কতটুকু? গোটা দলটাকে, বা দলের পাণ্ডাকে আমরা ধরতে পারতুম কি?

তার স্থিরতা নেই। তাদের ঠিকানা পাওয়া যেত কি? সম্ভবত, না।

বলুন তো, তাহলে সুবিধা হত কেমন করে! তাতে মি. মরিস হয়তো অজ্ঞাতই থেকে যেতেন চিরকাল। অথবা এতদিন তিনি জীবিত থাকলেও,—অবশিষ্ট শত্রুরা কতকটা প্রতিহিংসার বশে আর তাঁকে জীবিত না রাখাই স্থির করে বসত। কাজেই বড়ো মাছ গাঁথবার আগে লম্বা সুতো ছেড়ে দিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করাই দরকার।

সে যা হোক, অজিত! আমার বাড়িতে আজ সব মহামান্য অতিথি এসেছেন। রাত বেশি হলেও ওঁদের অভ্যর্থনা করতে হবে। তুমি তার বন্দোবস্ত করো।"

"আচ্ছা" বলে অজিত হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

আট

নিস্তব্ধ রাত। দুজন লোক অতি সাবধানে এবং সতর্কভাবে রিগ্যাল ম্যানশনে ৬নং ফ্ল্যাটের পিছনে এসে দাঁড়াল। দুজনের দেহই ভারী ওভারকোটে আপাদমস্তক আবৃত এবং মাথায় নাইটক্যাপ। সেই নাইটক্যাপ দিয়ে কপাল ও ভ্রূ এমনভাবে ঢাকা যে, হঠাৎ দেখলে কেউ যেন তাদের চিনতে না পারে।

বাড়ির পেছনদিকে বড়ো একটা গাছ। তার একটা ডাল ৬নং ফ্ল্যাটের একটা জানলা ঘেঁষে চলে গেছে। লোকদুটি অতি সাবধানে গাছে চড়ে সেই জানলার বরাবর এসে উপস্থিত হল।

জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আগন্তুকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও লম্বা লোকটি তার পকেট থেকে একটা কিছু বার করে তার সাহায্যে সহজেই জানলাটি খুলে ফেলল।

জানলার ভেতর দিয়ে ঘরে কি আছে না-আছে দেখবার উপায় নেই। ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটা। কোনো কথা না বলে তারা দুজনে জানলা টপকে সেই অন্ধকার ঘরে এসে হাজির হল। তারপর সেই জানলা আবার আগেকার মতো বন্ধ করা হল। বাইরে থেকে কারও বোঝবার উপায় রইল না যে, এই গভীররাত্রে দুজন অজ্ঞাত আগন্তুক সেই জানলা খুলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছে।

জানলা বন্ধ করে দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর! এতক্ষণ অবধি আমরা বাধা পাইনি সত্যি—কিন্তু এখন আমাদের খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। নইলে—"

প্রথম ব্যক্তি মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করে বলল, "এটা হাতে থাকতে আশা করি আমাদের বিপদের কোনও ভয় নেই। আমরা যেমন সকলের অজ্ঞাতে নিঃশব্দে এই বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেছি, ঠিক তেমনিভাবেই আবার এখান থেকে অদৃশ্য হব। কেউই আমাদের সন্ধান পাবে না।"

কথাগুলো বলে সে পকেট থেকে একটা ক্ষুদ্র এবং শক্তিশালী টর্চ বার করে বলল, "এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তুমি আমার পেছনে এসো, কিন্তু খুব সতর্কভাবে।"

সেই ক্ষুদ্র টর্চের আলোকে তারা অতি সতর্কভাবে অগ্রসর হয়ে দরজা খুলে সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ির বাঁ-দিকের একটা ঘরে মি. হোয়াংয়ের ভৃত্য ফো লিং বাস করত।

ডিটেকটিভ প্রকাশ চৌধুরির উপদেশ অনুসারে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ভৃত্য ফো লিং ও মংলুকে সেই বাড়িতেই নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাদের কেবল বাইরে যাবার হুকুম ছিল না, তা ছাড়া অন্য সবরকমেই তারা ছিল স্বাধীন।

আগন্তুক দুজন টর্চের আলো নিবিয়ে অন্ধকারের ভেতরে ধীরে ধীরে ফো লিংয়ের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘরের ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। ফো লিং

সম্ভবত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। খুব সাবধানে ঘরের দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। কয়েকমিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যখন বোঝা গেল যে, সেই অন্ধকার ঘরে জাগ্রত প্রাণী কেউ নেই, তখন তারা নিঃশব্দ-পদক্ষেপে সেই ঘরে প্রবেশ করল। তারপর ঘরের দরজা আবার আগেকার মতন বন্ধ হয়ে গেল।

তারা অনুমান করেছিল যে, ঘরে হয়তো ফো লিংকে তার ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখতে পাবে—কিন্তু ঘরে খাটের ওপর ঘুমন্ত ফো লিংকে না দেখতে পেয়ে তারা অতিমাত্র বিস্মিত হল। ঘরে জনপ্রাণী কেউ নেই—ঘর খালি!

ঘরে ফো লিংকে না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেও প্রথমোক্ত ব্যক্তি অতি দ্রুত সেই শূন্য খাটের সামনে এসে হাজির হল। বিছানা দেখে বোঝা গেল ফো লিং রাত্রে সেই বিছানায় শয়ন করেনি। সে ক্রমে ফো লিংয়ের বিছানা থেকে ঘরের সবকিছুই অতি দ্রুত তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করল। কিন্তু সব বৃথা! ফো লিংয়ের ঘরে কিছু পাওয়া গেল না।

হঠাৎ পাশের ঘরে একটা অস্পষ্ট পদশব্দ শুনে দুজনে পরস্পরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। একটু পরেই বেশ বোঝা গেল যে, কোনো লোক পাশের ঘরে রয়েছে এবং পদশব্দ তারই।

কোনো কথা না বলে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হল। বাইরে থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ঘরের ভেতরে কোনো লোক রয়েছে। কিন্তু ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো।

দরজার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ঘরে আলো জ্বলছে— টর্চের আলো। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সাবধানে দরজার সেই ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে দেখল, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ফো লিং। তার হাতে একটা ছোটো বইয়ের মতো কিছু, সে ব্যগ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ধীরে ধীরে ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। আগন্তুক দুজন অতিসন্তর্পণে ফো লিংয়ের পেছনে এসে দাঁড়াল। দেখা গেল, ফো লিয়ের হাতের জিনিসটি ছোটো একখানি—নোটবই নোটবইয়ের ভেতরে একখানি ফোটো। ফো লিং হাতের টর্চের আলোতে এত গভীরভাবে সেই ফোটো নিরীক্ষণ করছিল যে, পেছনে দুজন নিশাচর-আগন্তুকের অবস্থান জানতে পারল না।

হঠাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে আদেশ করল, "তোমার হাতের ওই নোটবইখানা আমার হাতে দাও ফো লিং। শয়তানি করবার চেষ্টা করলে সুবিধা হবে না। আমার হাতে যে পিস্তলটা দেখতে পাচ্ছ, আকারে এটা ক্ষুদ্র হলেও, নেহাত খেলার বস্তু নয়। এই ক্ষুদ্র পিস্তলের এক গুলিতেই তোমার দেহ থেকে প্রাণটা আলাদা হয়ে যাবে এটা মনে রেখো। অবশ্য এই ফ্ল্যাটে আর-একটি নরহত্যা হয়, তা আমি চাই না।"

বিস্মিত ভীত ফো লিং পেছন ফিরে তাকাল। সে দেখতে পেল, আবছা অন্ধকারে দুজন ও ওভারকোটধারী ব্যক্তি তার ঠিক পেছনেই মূর্তিমান যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজনের হাতেই দুটো ক্ষুদ্র আকারের পিস্তল।

ফো লিংয়ের চোখদুটো মুহূর্তের জন্য দারুণ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আততায়ীদের দিকে তাকাল। কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকারে ও মাথার নাইট-ক্যাপে ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকা থাকায় সে তাদের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না।

বিদ্রূপের স্বরে ফো লিং বলল, "তোমাদের এখানে উপস্থিতি এবং সতর্কতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু যার জন্যে এতগুলো নরহত্যা করেছ, সেই নোটবইখানা তুমি আমার প্রাণ থাকতে কিছুতেই পাবে না।"

"প্রাণ থাকতে না পাই, তোমাকে প্রাণশূন্য করেই তা নেওয়া হবে। আর সে কাজ আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।"

ফো লিং তীব্রস্বরে বলল, "আমি তা জানি। নিষ্ঠুরতা তোমরা শয়তানকেও ছাপিয়ে গেছ। দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে, নিরীহ ছোকরাদের মুগ্ধ করে তুমি তোমার গুন্ডার দল পরিপুষ্ট করে তুলেছ মি. চ্যাং! তোমাকে আর কেউ না চিনলেও, আমি তোমাকে ভালো করেই চিনে নিয়েছি!

এই বিশাল মহাচিনের যেখানে যেখানে জাপানি গভর্নমেন্ট তার আড্ডা গেড়ে বসেছে, সেসব জায়গার লোকেরা সেই প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেও মুক্তি পেয়ে থাকে; কিন্তু মি. চ্যাং, তোমার রক্তচিনের দল সে তুলনায় এত বেশি অসহিষ্ণু যে, সেরকম অবস্থায় তোমরা রক্তনদী বইয়ে দিয়ে যাও। আমার নিরীহ বন্ধু ও মনিব ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের মতো সদাপ্রফুল্ল নিরীহ লোককেও এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে তোমাদের বিবেকে কিছুমাত্র আঘাত লাগেনি!"

জবাব শোনা গেল, "তুমি আর আমায় কতটুকু চিনেছ ফো লিং? তোমার মনিবকে বড্ড বেশি বিশ্বাস করেছিলুম। তুমি তো সেই বিশ্বাসঘাতকের একজন অনুচর মাত্র! তা যাই হোক ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের নোটবইখানা আমি চাই—এবং এক্ষুনি চাই ফো লিং!"

একটা উন্মত্তের হাসি হেসে ফো লিং বলল, "তুমি আমায় এখনও চেনো না মি. চ্যাং! তোমার মতো আমিও চিনে। কিন্তু তুমি দেশপ্রেমের ভান করো, আমি তা করি না। তুমি মাঝে মাঝে দু-একটা ধনী দেশদ্রোহীকে হত্যা করে তোমার দেশপ্রেমের প্রমাণ করতে চেষ্টা করো বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ তোমায় চিনে নিয়েছে। তার মূলে যে তোমার দেশপ্রেম নয়, মূলে রয়েছে অর্থলোভ, সে-কথা ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের বা আমার অজানা ছিল না কোনোদিনই।

মনে আছে চ্যাং, তুমি একদিন ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে আমাকে গুপ্তচর বলে প্রকাশ করে জাপানিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে, সেদিন আমায় বাঁচিয়েছিল তোমার ওই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ক্যাপ্টেন হোয়াং! আমি জানি, এই নোটবইয়ের ভেতরেই আছে তাঁর কর্মপন্থার বিস্তৃত বিবরণ, আর আছে তোমার মৃত্যুবাণ। সে কি আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে দেব মনে করো মি. চ্যাং?"

আগন্তুক মৃদু হেসে বলল, "তোমার যুক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই; কিন্তু তুমি যখন আমাকে এই হত্যার নায়ক বলে চিনতেই পেরেছ, তখন এদেশের পুলিশের

কাছে আমার নাম গোপন করে গিয়েছিলে কোন্ উদ্দেশ্যে, শুনি?"

ফো লিং বলল, "এদেশের পুলিশের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করলেও কোনো ফল হত না; কারণ, তারা তোমাকে চেনে না। বিশেষত আমাদেরই চোখের ওপর এমন একটা হত্যাকাণ্ড হওয়ার ফলে, এটুকু সহজেই অনুমান করা যায় যে, পুলিশ আমাদের ওপরে কিছু-না-কিছু নজর রাখতে বাধ্য। কাজেই তোমাদের কারও নাম বা পরিচয় দিতে গেলে তারা মনে করত, আমরা হয়তো নিজের প্রাণের ভয়ে অন্যকে জড়াবার চেষ্টা করছি।

তাছাড়া, সেরকম কোন দরকার আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, তুমি নিজেকে যত চালাক, যত বুদ্ধিমানই মনে করো না কেন, সবই ব্যর্থ হবে, মনে রেখো। তোমার পরমশত্রু দেশপ্রাণ ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি তোমারই খোঁজে বেরিয়েছেন! তাছাড়া, ডিটেকটিভ প্রকাশ চৌধুরি তোমাকে দশবার বিক্রি করতে পারেন! তাঁর বুদ্ধির কাছে তোমার অনেক কিছুই ধরা পড়েছে,—এর পর তুমিও ধরা পড়বে, আর তখনই এসে যাবে তোমার প্রায়শ্চিত্তের সময়!"

ফো লিংয়ের কথা শেষ হতে না হতেই অপর দিকের একটা জানলা থেকে আগুনের উজ্জ্বল শিখার সাথে সাথে 'হিস' করে একটা শব্দ হল! আগন্তুক দুজন বিস্মিতভাবে দেখতে পেল যে, সেই শব্দের সাথে সাথে ফো লিং দু-হাত তুলে ঘরের মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল—প্রাণহীন! একটা অস্পষ্ট শব্দও তার মুখ থেকে বেরুল না—অদৃশ্য হস্তনিক্ষিপ্ত সাইলেন্সারযুক্ত রিভলভারের গুলিতে তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করার সাথে সাথে তার মৃত্যু হয়েছে।

ব্যাপারটা অনুমান করার সাথে সাথেই আগন্তুকের হাতের টর্চ নিবে গেল। চ্যাং বলে এতক্ষণ যাকে সম্বোধন করছিল ফো লিং, সে মৃদুস্বরে বলল, "শিগ্‌গির বাইরে বেরিয়ে এসো অজিত! মনে রেখো যে, এবার আর নকল নয়—ক্যাপ্টেন্ হোয়াংয়ের আসল আততায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে। ফো লিং তার সবকিছুই জানত বলে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের মতো তাকেও সে হত্যা করেছে। এবার বোধ হয় আমাদের পালা। কারণ, এখানে এসে ফো লিংয়ের ভ্রমের ফলে অতি অদ্ভুত উপায়ে আমরা তার কাছে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের আততায়ী সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পেরেছি। ফো লিং আমাকেই চ্যাং বলে ধরে নিয়েছিল এবং তার ফলে সে কোনো কথা আমার কাছে গোপন না করে বলে গেছে; কিন্তু শিগ্‌গির বাইরে বেরিয়ে এসো। সম্ভবত আততায়ী আমাদের দুজনকেও দেখতে পেয়েছে এবং এর ফলে আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটতে পারে তার প্রমাণ এই ফো লিং।"

অজিত প্রকাশের কিছু পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ঘর তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে প্রকাশকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু ওই নোটবই? বইখানা না নিয়ে এখান থেকে পালাই কেমন করে?"

প্রকাশ বলল, "তুমি দরজার বাইরে পাহারায় থাকো, আমি নোটবইখানা টর্চ জেলে খুঁজে বার করছি। যদি বা দৈবাৎ ধরা পড়ে যাই, তাহলেও তুমি আমার

উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারবে; কিন্তু দুজনেই যদি ফাঁদে পা দিই, তবে আমাদের আর নিস্তার নেই!"

প্রকাশের কথায় অজিত আর বাক্যব্যয় না করে মুহূর্তেমধ্যে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরে রইল একমাত্র প্রকাশ। অজিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, সে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল, কে এই অদৃশ্য আততায়ী!

কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। প্রকাশ কিছু বুঝতে পারল না—আততায়ী হঠাৎ অদৃশ্য হল কোথায়! আর নোটবইখানাই বা গেল কোথায়? ফো লিংয়ের হাতের সেই নোটবইখানা? ওখানা হস্তগত করতে পারলে সব রহস্যেরই সমাধান হয়ে যায়। ওই নোটবইখানার জন্যে পুলিশকমিশনারের বাড়ি পর্যন্ত ওরা হানা দিয়েছিল! কিন্তু নোটবইখানা খুঁজতে গেলেই যে হাতের টর্চটা জ্বালতে হয়। কারণ, ফো লিং আহত হবার পর নোটবইখানা অন্ধকার ঘরে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে জানে!

প্রকাশ হাতের টর্চটা জেলে ঘরের ভেতর এদিক ওদিক সবকিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু সেই নোটবইখানা সে কোথাও দেখতে পেল না—অতিঅদ্ভুতভাবে সেখানা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে!

কিন্তু ফো লিংয়ের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানা তার হাতে ছিল, একথা ঠিক। তার মৃত্যুর পর সেই ঘর মাত্র মিনিটখানেক অন্ধকার ছিল। অথচ তারপর আলো জ্বালতেই দেখা গেল বইখানা অদৃশ্য হয়েছে!

এ কি রহস্য! তবে কি সেই ঘর যতক্ষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তার ভেতরেই কেউ সে ঘরে উপস্থিত হয়ে নোটবইখানা হস্তগত করে অদৃশ্য হয়েছে? খুব সম্ভব তাই-ই। প্রকাশ অজিতের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত ছিল বলে এদিকে তার নজর ছিল না। সম্ভবত ফো লিংয়ের আততায়ী সেই সময়টুকুর ভেতরেই কাজ হাসিল করে সরে পড়েছে!

কিন্তু তাই বা সম্ভব হয় কি করে? আততায়ী যেই হোক্, ফো লিংকে সে যে কারণে হত্যা করেছিল, তার জন্যে তো সে প্রকাশকেও হত্যা করতে পারত। কারণ, প্রকাশ ফো লিংয়ের কাছে গুপ্ততথ্য সবকিছুই জেনে ফেলেছে। অথচ আততায়ী ঘরে প্রবেশ করেও তার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে অদৃশ্য হল কেন? তাহলে কি সে তাদের অস্তিত্ব জানতে পারেনি? অসম্ভব কিছুই নয়। কারণ, তাদের দুজনের দেহ কালো ওভারকোটে ঢাকা ছিল এবং দুজনেই অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল প্রায় দেয়াল ঘেঁসে। শুধু প্রকাশের টর্চের আলো ছিল ফো লিংয়ের দিকে। আততায়ী সেই আলোতে কেবল ফো লিংকে দেখেই গুলি করেছিল।

কিন্তু এই যুক্তিও প্রকাশের মনঃপূত হল না। ফো লিং কথা বলছিল কার সাথে? এবং কার হাতের টর্চের আলো ফো লিংয়ের দেহের উপর ছিল?—এসব চিন্তা কি আততায়ী করেনি? সে হয়তো বা বুঝতে পেরেছে যে, প্রকাশের কাছে ফো লিং সমস্ত কথাই ব্যক্ত করেছে এবং সম্ভবত তারই ফলে ফো লিংয়ের মৃত্যু! অথচ আততায়ী প্রকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না কেন?

কিন্তু প্রকাশকে এই জটিল প্রশ্ন নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হল না। সে এই সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে আলো জ্বেলে নোটবইখানার সন্ধানে তন্ময় ছিল বলে অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি ছিল না। তা নইলে সে দেখতে পেত—ফো লিংকে যে জানলা থেকে গুলি করা হয়েছিল, সেই জানলা টপকে একটা লোক ঘরের ভেতর এল; তারপর সে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে অনুসন্ধানে ব্যস্ত প্রকাশের পেছনে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ পেছনে একটা অস্পষ্ট পদশব্দে প্রকাশ ফিরে তাকাল। বিস্মিতভাবে সে দেখতে পেল, তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক তার মতোই লম্বা-চওড়া এক বিশালদেহ ব্যক্তি। তার মতোই একহাতে একটা শক্তিশালী টর্চ এবং আর একহাতে একটা রিভলভার!

নয়

প্রকাশকে ফিরে দাঁড়াতে দেখেই আগন্তুক গম্ভীরভাবে আদেশের সুরে বলল, "তোমার হাতের ওই পিস্তলটা এখন আনায়াসে ত্যাগ করতে পারো। কারণ, এখন আর ওটা তোমার কোনো কাজেই লাগবে না। আমার আদেশ অবহেলা করবার ফল কি ঘটতে পারে, তা বোধ হয় ফো লিংয়ের অবস্থা দেখে অনুভব করতে পেরেছ!"

কথার সাথে সাথে প্রকাশ তার পিঠে একটা রিভলভারের নলের স্পর্শ অনুভব করল।

আগন্তুকের কথা বলার দৃঢ়ভঙ্গি এবং নিহত ফো লিংকে দেখে সে বুঝতে পারল যে, তার কথার অবাধ্য হলে আগন্তুক প্রকাশকে গুলি করে হত্যা করতে একটুও ইতস্তত করবে না। তা ছাড়া পিস্তল হাতে রেখে তার যে, কোনো লাভই নেই, আগন্তুক ব্যক্তির একথা সত্য। কারণ, সে পিস্তল ঘুরিয়ে তাকে গুলি করবার আগেই আগন্তুকের গুলি তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে যাবে।

প্রকাশ তার হাতের পিস্তল ত্যাগ করল। সেটা সশব্দে মাটিতে পড়তেই আগন্তুক চক্ষের নিমেষে নীচু হয়ে হাতে তুলে নিলে, তারপর প্রকাশের দিকে তাকিয়ে কঠিন হাসি হেসে বলল, "তোমার নিজের ভালোমন্দ বিবেচনা করবার শক্তি আছে দেখে আনন্দিত হলাম। এবার আসল কাজের কথা হোক! ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের সেই নোটবইখানা দাও তো বেশ ভালোমানুষের মতো।"

কথা বলবার সাথে সাথে আগন্তুক ব্যক্তি তার বাঁ-হাত প্রকাশের দিকে প্রসারিত করল।

প্রকাশ বিস্মিতভাবে বলল, "নোটবই! তুমি কে তা আমার অজ্ঞাত, এবং রাত-দুপুরে তোমার এই রহস্যের মর্মও আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব।"

আগন্তুক কঠিনস্বরে বলল, "আমি রাত দুপুরে যে রহস্য করতে আসিনি, একথা তুমি ভালো করেই জানো। ফো লিংয়ের মৃত্যুও কি রহস্য বলে মনে হয় তোমার? যাই হোক, আমার সময় মূল্যবান। আমি দেখেছি যে, ফো লিংয়ের হাতে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেই নোটবইখানা ছিল। ফো লিংয়ের পথ অনুসরণ করবার কোনো ইচ্ছা না থাকলে আমার আদেশ পালন করো। কোথায় সেই নোটবইখানা?"

প্রকাশ বুঝতে পারল যে, আগন্তুকের কাছে কোনো কথা লুকিয়ে লাভ নেই, বরং তাতে হিতে বিপরীত ঘটাই সম্ভব। আগন্তুক ক্ষিপ্ত হয়ে আঙুলের একটু চাপ দিলেই রিভলভারের গুলিতে যে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং সে সত্যিকথা বলাই উচিত মনে করে বলল, "সে নোটবইখানা যে আমার কাছে নেই, একথা খুবই সত্যি। ফো লিংয়ের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত যে সেখানা তার হাতে ছিল, তোমার একথাও সত্যি। কিন্তু সেখানা অন্ধকার ঘর থেকে অতিঅদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি আমার দেহ অনুসন্ধান করতে পারো। এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।"

প্রকাশের এই কথা শুনে আগন্তুক কি ভেবে একটা অদ্ভুতভাষায় কাউকে আহ্বান করল বলে মনে হল। তার আহ্বানের সাথে সাথে একজন লম্বাকৃতি চিনেম্যান প্রকাশের পাশে এসে দাঁড়াল। প্রকাশ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি যে, সেও কখন এই ঘরের ভেতরে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছে!

বিশালদেহ ব্যক্তি চিনেটাকে অদ্ভুতভাষায় কিছু বলতেই সে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রকাশের দেহ অনুসন্ধান করতে শুরু করল। কিন্তু তন্নতন্ন করেও তার কাছে সেই নোটবইখানা পাওয়া গেল না!

বিফল-মনোরথ হয়ে সে বিশালদেহ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেই তার চোখে দারুণ বিস্ময় ফুটে উঠল! সে স্থিরদৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তোমার সাথে এই ঘরে আর কে ছিল? মিথ্যাকথায় আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না।"

প্রকাশ বুঝতে পেরেছিল যে, অজিত তার পেছনে অন্ধকারে অবস্থান করছিল বলে আগন্তুক বাইরে থেকে তাকে দেখতে পায়নি। সুতারং সে কিছু নিশ্চিন্ত হয়েই গম্ভীরস্বরে বলল, "আমার সাথে কেউ ছিল না। আমি একাই ফো লিংয়ের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম।"

আগন্তুক সন্দিগ্ধস্বরে বলল, "তুমি একথা আমায় বিশ্বাস করতে বলো? তোমার সাথে কেউ না থাকলে সেই নোটবইখানা গেল কোথায় বলতে পারো?"

প্রকাশ বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি কে, তা আমি জানি না এবং যে নোটবইখানার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ, তাতে কি ছিল, তাও আমার অজ্ঞাত। সুতরাং সেই নোটবই আমি হস্তগত করব কোন্ উদ্দেশ্যে বলতে পারো? নোটবইখানা কেউ কৌশলে হস্তগত করেছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কে, সেটা আবিষ্কার করার ভার তোমার ওপর।"

আগন্তুক কঠিনস্বরে বলল, "তুমি এই গভীররাত্রে এই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলে কোন্ উদ্দেশ্যে?"

প্রকাশ বলল, 'ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যাকারীর সন্ধানে। পুলিশের ধারণা যে, এই হত্যার জন্যে দায়ী ফো লিং,—ফো লিং সম্ভবত রক্তচিনের গুপ্তচর হিসেবে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের সাথে বাস করছিল। কাজেই তার ওপরে গোপনে নজর রাখবার জন্যেই

আমি এখানে এসেছিলাম। তাকে গুলি করে হত্যা করবার সময় তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, তার দিকে আমার পিস্তল উদ্যত ছিল।"

প্রকাশের কথায় আগন্তুক একটু নিশ্চিন্ত হল বলে মনে হ'ল সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে আমি প্রথমে সাধারণ কোনো চোর-ডাকাত বলে ভুল করেছিলাম; কিন্তু এখন দেখছি, তুমি পুলিশের গুপ্তচর। আমাকে এই ভ্রম-সংশোধনের জন্যে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমিই কি গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরি?"

প্রকাশ মনে মনে ভাবল, "এই প্রশ্নের অবতারণা কেন?" কিন্তু তখনই তার মনে হল রক্তচিনের দল প্রকাশ চৌধুরির ওপর বড্ড বেশি খাপ্পা। কাল রাতে তাকে খুন করবারও চেষ্টা হয়েছিল। যদি বুঝতে পারে যে, এই সেই প্রকাশ চৌধুরি, তাহলে ফলটা হয়তো খুবই খারাপ হবে।

সে ভাবল, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে এই ছদ্মবেশে এরা কেউ চিনতে পারেনি; তাহলে আর ইচ্ছে করে আমার আসল পরিচয়টা দিই কেন?"

এই ভেবে সে বলল, "না আমি গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরি নই। আজ দুদিন যাবৎ তিনি কিছু অসুস্থ; কাজেই পুলিশ কমিশনারের আদেশে আমাকেই তাঁর কাজ হাতে নিতে হয়েছে। আমার নাম ডিটেকটিভ অরুণ রায়, আমি ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর মি. তারক দাসের সহকারী!"

আগন্তুক এই মুহূর্ত কি একটু ভাবল! তারপর গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কেন এসেছিলে, তা সত্যি করে বলবে কি?"

প্রকাশ বলল, "আমার এখানে আসবার কারণ আমি আগেই বলেছি। পুলিশের ধারণা, ফো লিংও এই হত্যার সাথে জড়িত। কাজেই আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, গোপনে ফো লিংকে লক্ষ্য করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, একখানি নোটবুক। সে বইখানির জন্যে রক্তচিনের দল নাকি কমিশনারের বাড়ি পর্যন্ত হানা দিয়েছিল। বইখানি পুলিশের হাতে পড়েনি, ক্যাপ্টেন হোয়াংও নিশ্চয় নিয়ে যাননি, তাহলে আর থাকবে কোথায়? কাজেই সকলের ধারণা হয়েছিল, জিনিসটা আছে এদেরই কারও কাছে।

দেখা গেল, আমাদের সেই অনুমান মিথ্যা নয়। ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের গোপন নোটবুক প্রকৃতই এর কাছে ছিল। তবে আমার দুর্ভাগ্য যে, সেটি হাতে পেয়েও পেলাম না!

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি কে? এবং কি তোমার পরিচয়? তুমি যদি রক্তচিনেরই কেউ হবে, তাহলে এই লোকটাকে মারলে কেন? ফো লিং তো তোমাদেরই লোক! ঘটনার রাত্রিতে সবুজ আলো দুলিয়ে সেই তো তোমাদের ইঙ্গিত করেছিল। তারপর নির্দোষ সাজবার জন্যে সে নিজেই সকলের আগে পুলিশে খবর দিয়েছিল। কাজেই বুঝতে পারছি না, কে তুমি?"

প্রকাশ এই কথাগুলো বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। লোকটার চেহারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। মুখের রং তামাটে পীতাভ, চিনে বলেই সন্দেহ হয়।

একজোড়া ঘন ভ্রূর নীচে বাজপাখির মতো চঞ্চল এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ..... চোখের তারা দুটো বিড়ালের মতো কটা।

প্রকাশের প্রশ্নে আগন্তুক তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার পরিচয় না জানলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখানে আমার আগমনের উদ্দেশ্য আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ। আমিও নোটবইখানার জন্যেই এখানে এসেছিলাম, কিন্তু সেখানা আশ্চর্যভাবে অদৃশ্য হয়েছে। সম্ভবত কোনো তৃতীয়পক্ষ সেখানা সংগ্রহ করেছে। কিন্তু তাহলেও তোমাকে আমি মুক্তি দেব না! বেশ শান্তশিষ্ট ভালো ছেলের মতো—এই দিক দিয়ে আমার আগে আগে—"

সহসা বিদ্যুতের আলোর মতো একঝলক আলো—টর্চের আলো! সঙ্গে সঙ্গে যেন শুরু হল প্রচণ্ড বজ্রপাত! মুহুর্মুহু পিস্তলের শব্দে সমস্ত রিগ্যাল ম্যানশন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

আগন্তুক দুজন আর একমুহূর্ত দেরি করল না—চক্ষের নিমেষে তারা জানলা টপকে ঘর হতে বেরিয়ে গেল—আর তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকল অজিত।

প্রকাশ হাসিমুখে তাকে সংবর্দ্ধনা জানিয়ে বলল, "ঠিক সময়মতোই এসেছিলো অজিত! আর আধমিনিট দেরি হলেই আমি হাওয়া হয়ে যেতাম!"

ততক্ষণে সমগ্র রিগ্যান ম্যানশন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

দশ

খিদিরপুর পেরিয়ে মেটেবুরুজ; কিন্তু মেটেবুরুজ পেরিয়ে কোন জায়গা, কি তার নাম,— সে খবর কলকাতার অনেকেই রাখে না। প্রকাশ বা অজিতও সেখবর রাখত না; কিন্তু আজ তবু তাদের সেপথেই পা বাড়াতে হয়েছে।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারে খবর এসেছে, মেটেবুরুজ পেরিয়ে খানিকটা দূরে গঙ্গার ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে; লাশটার বাঁ-কানটা কাটা।

খবরটা যথাসময়ে কমিশনার মি. ব্রুকের মারফত প্রকাশের কাছেও পৌঁছোল। মি. ব্রুক জানতেন যে, এরকম একটা লাশ আবিষ্কারের খবর প্রকাশের কাছে খুবই আনন্দের খবর হবে। কারণ, কে জানে, হয়তো বা এই লাশটাই সেই নকল তেওয়ারি সাহেবের লাশ!

টেলিফোনে খবরটা পেয়েই প্রকাশ বলল অজিতকে,"অজিত! চলো এবার নকল তেওয়ারিসাহেবকে দেখে আসি। বাঁ-কানকাটা লাশ, সেই নকল তেওয়ারি না হয়ে যায় না! আমি ইচ্ছে করেই ওর কানটা কেটে চিহ্ন করে দিয়েছিলুম। কাজেই এবার ধড়াচূড়া পরে নাও, এখনই বেরুতে হবে।"

অজিত বলল, "কিন্তু লাশটা দেখে আর কি হবে বলো? সে তো এর আগেই তুমি দেখেছ। তাহলে আর এখন সেখানে যাওয়া কেন?"

প্রকাশ বলল, "তোমার বড্ড হালকা বুদ্ধি অজিত! আমি কি লাশটা দেখতে যাচ্ছি? একটা কথা ভাবো দেখ অজিত! এই ঝাউতলা রোডে যদি কোনো একটা খুন হয়, তাহলে খুনি সেই লাশটা সাধারণত কোথায় ফেলে আসবার চেষ্টা করবে? নিশ্চয়ই হাওড়ার পোলের কাছে নয়,—শ্যামবাজারে নয়। সাধারণত খুনিদেরই জানাশুনা আশেপাশে কোনো জায়গায়। এর অবিশ্যি ব্যতিক্রমও হতে পারে। তবু এটাই হবে সহজ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

অবশ্য এ একটা অনুমানমাত্র! তবু সেই সাধারণ মনোবৃত্তির ওপর নির্ভর করেই আমি সেদিকে যেতে চাই। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, ওই রক্তচিনের আড্ডা খিদিরপুর বা মেটেবুরুজ, কিংবা তাদেরই আশেপাশে কোথাও রয়েছে—শ্যামবাজারে নয়, বালিগঞ্জের নয়,— এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

কাজেই জায়গাটা একবার দেখে আসা মন্দ কি? কিন্তু তার আগে তারকবাবুকে একবার আমাদের গন্তব্যস্থান ও উদ্দেশ্যটা টেলিফোন করে জানিয়ে দাও। কারণ, কি জানি, যদিই-বা কোনো বিপদের ভেতর পড়ে যাই! ওদের জানা থাকলে তবু একটা খোঁজের সম্ভাবনা থাকবে। তাই এখনই একবার টেলিফোন করে নাও অজিত!"

"আচ্ছা" বলেই অজিত বেরিয়ে গেল।

গঙ্গার ধারে ঝিমঝিমে মাথা নিয়ে বসে বসে অজিত কতকিছুই ভাবছিল! ....

তার মুহূর্তের ভুলের জন্যে কি কাণ্ডই-না সংঘটিত হয়ে গেল! মেটেবুরুজ পেরিয়ে গঙ্গার ধারে সত্যিই একটা লাশ! লোকের মুখে মুখে সেখবরটা পেয়ে, জায়গাটা চিনে যেতে প্রকাশ ও অজিতের কোনো কষ্ট হল না, তারা সহজেই সেদিকে যেতে লাগল।

কিন্তু অজিত হঠাৎ তার ট্যাঁক থেকে সিগার-কেসটা বার করে একটা সিগার ধরাল।

প্রকাশ বলল, "করলে কি অজিত? ঝাঁকামুটে আমরা—মাথায় ঝাঁকা, তেমনি পোশাক,—আর খাচ্ছ তুমি সিগার! সর্বনাশ! এখনই বিপদ ডেকে নিয়ে এলে দেখছি!"

হলও ঠিক তাই। সহসা চারিদিকেই যেন একটা চাঞ্চল্য! যারা জাল মেরামত করছিল, তাদের অনেকে কাজ বন্ধ করে সন্ত্রস্ত হয়ে রইল! যারা সেখানে রোদে কাপড় শুকোতে ব্যস্ত ছিল, তারাও উদ্‌গ্রীব হয়ে যেন কি প্রতীক্ষা করতে লাগল।

প্রকাশ বলল, "অজিত, তুমি যাও ওদিকে, আর আমি যাচ্ছি এদিকে। দুজন একদিকে গিয়ে একসাথে দুজনেরই বিপন্ন হওয়া সংগত নয়। চারদিকেই দেখছ না, কেমন একটা সন্ত্রস্তভাব? বোধহয়—"

কথা আর বলা হল না। হঠাৎ একটা মৃদু শিস, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাত-আট জন লোক তাদের দিকে ছুটে এল।

প্রকাশ ও অজিত আর তাদের পিস্তল বার করবার সময়টুকুও পেল না—ছুটতে গিয়ে প্রকাশ কিসে পা বেধে পড়ে গেল, কিন্তু অজিত ততক্ষণে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

প্রকাশকে বিপন্ন দেখে সে তখনই আবার তীরে উঠতে যাচ্ছিল; কিন্তু হঠাৎ জলের এক প্রচণ্ড টানে সে একমুহূর্তে কোথায় ভেসে গেল .....

হয়তো গঙ্গার বুকেই তার সমাধি হত চিরদিনের জন্য। কেবল তার ভাগ্যবলেই কয়েকজন জেলে তাকে দেখতে পায় ও অবশেষে তাকে বাঁচিয়ে তোলে।

জেলেরা তাকে জগন্নাথঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেলে, সে কেবল সেইদিনের কথাই ভাবছিল। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল, তবু সে কেবলই ভাবছিল, সামান্য একটু ভুল—একটি সিগার টানা! আর তারই ফলে আজ তাদের কি ভয়ানক অভিজ্ঞতা! কোথায় রইল সে নিজে, আর কোথায় রইল তার গুরু ও বন্ধু—গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরি!

হায়রে অপয়া সিগার!

এগারো

অজিতের কথা শুনে তারকবাবু সচমকে বললেন, "বলো কি হে অজিত! গোয়েন্দা প্রকাশ চৌধুরি পর্যন্ত শেষকালে নিখোঁজ হয়ে গেল!"

অজিত বলল, হ্যাঁ। এতদিন পরে শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। কাজেই তাকে উদ্ধার করতে হবে এখনই! কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন?

আমি ভাবছি,—একবার চাইনিজ-কন্সালের কাছে যাওয়া মন্দ কি? কারা এই 'রক্তচিন', আর কে এই মি. চ্যাং? তাঁর কাছ থেকে যদি কোনো ধারণা পাওয়া যায়, তাহলে ভালোই হয়! কনসাল নিজেও চিনের অধিবাসী, আর দেশ থেকে নতুন আমদানি। কি বলেন তারকবাবু?"

তারকবাবু একমুহূর্ত কি একটা ভাবলেন! তারপর বললেন, "আমি যদিও এতে বেশি কিছু আশা করি না, তবু তুমি যখন বলছ, ক্ষতি কি? চলো, তৈরি হয়ে নাও,—এখনই। কিন্তু—তুমি কি যেতে পারবে অজিত? গঙ্গার জল খেয়ে তোমার যা অবস্থা! তুমি বরং বাড়িতেই থাকো, আমি সেখান থেকে ঘুরে আসি!"

অজিত সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল। বাস্তবিকই সে তখন বিছানার ওপর একেবারে এলিয়ে পড়েছে!

কনসাল অফিসে পৌঁছে তারকবাবু একজন চিনে ভৃত্যের হাতে তাঁর পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করে দিয়ে বললেন, "কনসালের সাথে দেখা করতে চাই—বিশেষ প্রয়োজন।"

তারকবাবুকে বসতে বলে এবং তাঁকে অভিবাদন করে ভৃত্য অদৃশ্য হল। প্রায় মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করবার পর একজন সুবেশ চিনা যুবক তাঁর কাছে এসে বলল, 'কনসাল এখন ব্যস্ত আছেন। আপনার কি প্রয়োজন, আমার কাছে বলতে পারেন। আমি কনসালের প্রাইভেট সেক্রেটারি।"

তারকবাবু একটু বিরক্ত হলেও সে-ভাব মুখে কিছু প্রকাশ না করে বললেন, "আমার প্রয়োজন খুব জরুরি—এবং কনসালের কাছেই আমি তা ব্যক্ত করব। কনসালকে বলুন যে, আমি 'রক্তচিন' সম্প্রদায় ও চ্যাং-সম্বন্ধীয় কোনো ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সাথে

আলাপ করতে চাই। আশা করি, এ-কথা শুনলে আমার সাথে তাঁর দেখা করতে কোনো আপত্তি থাকবে না।"

তারকবাবুর কথা শুনে যুবক বিস্মিতভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। তারপর কোনো কথা না বলে অদৃশ্য হল।

প্রায় মিনিট-কয়েক পর সে আবার ফিরে এল। তারকবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমার সাথে আসুন। কনসাল আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

কনসালের এই মত-পরিবর্তনের ফলে তারকবাবু এটুকু স্থির জানলেন যে, চ্যাং বা 'রক্তচিন' কনসালের অপরিচিত নয়। তাদের নাম শুনেই কনসাল তাঁর সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন।

কনসালের ঘরে প্রবেশ করে তারকবাবু দেখতে পেলেন, মূল্যবান চেয়ার-টেবিলে ঘরটা অতিঅপরূপভাবে সাজান। দেওয়ালের গায়ে চিনেদের বর্তমান ও অতীত রাষ্ট্রনায়ক ও স্বদেশপ্রেমিকদের রঙিন ছবি। ঘরের মাঝখানে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন।

তারকবাবুকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই মি. দাস?"

কনসালের হাতের কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে তারকবাবু বললেন, "হ্যাঁ! এবং ওখানা আমারই কার্ড।"

কনসাল জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নিযুক্ত আছেন?"

তারকবাবু মাথা নেড়ে সম্মতিজ্ঞাপন করে বললেন, "হ্যাঁ, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।"

কনসাল একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েছেন কি? শুনেছিলাম যে, পুলিশ এই ঘটনার সাথে চিনের বিখ্যাত 'রক্তচিন' সম্প্রদায়েরও একটা সংস্রব খুজে পেয়েছে!"

কনসালকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তারকবাবুর দিকে তাকাতে দেখে তিনি বললেন, "হ্যাঁ! কিন্তু সে কেবল পুলিশের আবিষ্কার নয়। 'রক্তচিন' দলের নায়ক নিজে থেকে এসেই তা জানিয়ে দিয়েছে।"

কনসাল আমার প্রশ্ন করলেন, "ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের বাড়িতে এমন কোনো সূত্রই কি পুলিশ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়নি, যাতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে তার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করা যেতে পারে?"

তারকবাবুর মন এবার তিক্ত হয়ে উঠল। তিনি কনসালের কাছে এসেছিলেন চ্যাংয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে। অথচ তাঁর জিজ্ঞাসার বদলে, চাইনিজ-কনসালের উপর্যুপরি প্রশ্নবাণে তিনি মনে মনে বিরক্ত হলেন। কনসালের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে তিনি খুব সংক্ষেপে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসল কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তৈরি হলেন।

বিষণ্ণভাবে তিনি বললেন, "না। হত্যাকারীর কোনো সন্ধান, বা তার বিরুদ্ধে কোনো সূত্র আমাদের হস্তগত হয়নি কেবল একটা জিনিস ছাড়া। অবশ্য, এ-রহস্যে তার গুরুত্ব কতখানি, সে-কথা জানবার জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

কৌতূহলী হয়ে কনসাল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি জানতে চান, বলুন?"

তারকবাবু এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি কনসালের উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চ্যাং বলে কোনো লোককে আপনি চেনেন কি?"

তারকবাবুর এই প্রশ্নে কনসাল দারুণ বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, "চ্যাং! এই নাম আপনি জানলেন কি করে মি. দাস?"

তারকবাবু বললেন, "দৈবক্রমে এ-কথা জেনেছি। এই হত্যাকাণ্ডের মূলে যে সে-ই রয়েছে, এ-কথা অবশ্য এখন পর্যন্ত জোর করে বলা চলে না। তবে—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই কনসাল উত্তেজিতস্বরে বলে উঠলেন, "অসম্ভব! হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব। ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যার সাথে চ্যাংয়ের কোনোই সম্পর্ক থাকতে পারে না।"

চ্যাংয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই কনসাল উত্তেজিত হয়ে তাঁর চেয়ার ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আপনমনে সেই ঘরের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে তিনি তারকবাবুর চেয়ারের দিকে কয়েক-পা অগ্রসর হয়ে বললেন, "আপনি হয়তো শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, প্রায় মাস-আষ্টেক আগে এই চ্যাং ..... শত্রুপক্ষের গুপ্তচর—এই অপরাধে আমাদের সুযোগ্য সামরিক-কর্মচারীদের ন্যায়বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল! সেই আদেশের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে—চিনাসৈনিকদের রাইফেলের গুলিতে সেই দেশদ্রোহীর ঘৃণিত আত্মা তার পাপদেহ ত্যাগ করেছে!"

কথাগুলো শুনে তারকবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "চিনাসৈনিকদের গুলিতে চ্যাং-এর মৃত্যু হয়েছে। আপনার কোনো ভুল হয়নি তো?"

কনসাল কোনো কথা না বলে পাশের একটা আলমারি থেকে পুরানে খবরের কাগজ বার করলেন। তারপর একটু সন্ধানের পর সেগুলোর ভেতর থেকে একখানা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে এলেন। তার প্রথম পৃষ্ঠার দিকে তারকবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "ক্যানটন থেকে এই দৈনিক খবরের কাগজখানা বার করা হল। এই দেখুন ২৩ ডিসেম্বরের কাগজে চ্যাংয়ের কথা ছাপা হয়েছে। আপনি কি বলতে চান যে, একটা প্রসিদ্ধ পত্রিকায় ছাপা এমন একটা অনুমোদিত খবর, মিথ্যে?"

তারকবাবু ইতস্তত করে বললেন, "না। এ-সংবাদ মিথ্যে, সে-কথা আমি বলিনি। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনার অনুমান ভুল নয়ত!"

কনসাল বললে, "এটা আমার অনুমান নয় মি. দাস, এটা সত্য ঘটনা। কিন্তু কোন সূত্রে আপনারা ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যার সাথে বহুকাল আগে মৃত এই গুপ্তচর চ্যাংয়ের সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন বুঝতে পারছি না!"

কনসাল সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তারকবাবুর দিকে তাকালেন।

তারকবাবু বিব্রত বোধ করলেন। ফো লিং যে চ্যাংয়ের নাম উচ্চারণ করেছিল, সে-কথা তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন না। তিনি অতি বিনয়ের সাথে বললেন, 'চ্যাংয়ের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি,—ঘটনাপরম্পরায় আমাদের মনে এইরকম একটা ধারণার উদয় হয়েছিল মাত্র। কিন্তু এখন দেখছি যে, ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম!

সে যা হোক আপনি বলতে পারেন, 'রক্তচিন'-সম্প্রদায়ের নেতা কে?"

কনসাল বললেন, "তার প্রকৃত নাম আমরা জানতে পারিনি। সে এক-এক সময় এক এক নামে পরিচয় দেয়। শুনেছি, সে এখন চিনদেশে নেই। তার নামে অসংখ্য ওয়ারেন্ট ঝুলছে! তার আসল পরিচয় হচ্ছে—তার কপালের বাঁদিকে একটা খুব বড়ো ক্ষতচিহ্ন আছে, আর, তার নাকটা ডানদিকে একটু বাঁকা।"

কথাটা শুনেই তারকবাবু হঠাৎ একটু শিউরে উঠলেন। এম্‌নি একজন লোক তাঁর পরিচিত নয় কি? তিনি ভাবতে লাগলেন ..... ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের বার্মিজ ভৃত্য মংলুর কথা হঠাৎ তাঁর মনে হল।

তিনি মনে মনে বললেন, "হ্যাঁ, মংলুর তো ঠিক এইরকমই চেহারা! কপালের বাঁ-দিকে ক্ষতচিহ্ন, আর নাকটা ডানদিকে একটু বাঁকা!

তবে কি সমস্ত ব্যাপার এরই কারসাজি? অসম্ভব নয়। বাড়ির ভেতরে থেকে এমন সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা করছে!"

কনসালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারকবাবু চলে এলেন। কিন্তু সারাপথ রাগে তিনি কেবলই গর্জাতে লাগলেন, "মংলুকে এখনই এনে হাজতে পুরতে হবে।"

কিন্তু তাঁর সেই কল্পনা কেবল বৃথা আস্ফালনেই পর্যবসিত হল। কারণ, থানায় পৌঁছে তৎক্ষণাৎ মংলুকে গ্রেপ্তারের জন্যে লোক পাঠিয়ে তিনি জানলেন, "মংলু পলাতক! সে কখন্ যে রিগ্যাল ম্যানশন থেকে পালিয়েছে, পাহারাওয়ালা-জমাদার পর্যন্ত তা টের পায়নি!"

বারো

প্রকাশের যখন জ্ঞান হল, সে তাকিয়ে দেখল, তার চারদিকে ঘন অন্ধকার। যে কোথায় বুঝতে না পেরে চমকে উঠে বসতে গিয়ে আবিষ্কার করল, তার হাত-পা দৃঢ়ভাবে বাঁধা!

ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা প্রকাশের মনে উদয় হল। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, অজিতের ও তার সেই মেটেবুরুজে অভিযানের ফলে সে শত্রুর হাতে বন্দি হয়েছে।

কিন্তু শত্রুপক্ষ তাকে কোথায় এনে রেখেছে? আর, অজিত! অজিত কোথায়?

প্রকাশ তাকে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়তে দেখেছিল। কিন্তু তারপর? সে কি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছুতে পেরেছে, না, গঙ্গাতেই তার অতলসমাধি হয়ে গেছে, কে জানে!

প্রকাশ নিজের চেষ্টার মুক্তিলাভ করবার উপায় খুঁজতে লাগল। ভিজে এবং স্যাঁতসেঁতে মেজেতে তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল। মেজের অবস্থা ও ঘরের নিস্তব্ধ অন্ধকার দেখে তার ধারণা হল যে, তাকে মাটির নীচে কোনো ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

একটুও আলো দেখা যায় না কোনোদিক থেকে। প্রকাশ সেই দারুণ অন্ধকার হাঁপিয়ে উঠল। সে তার প্রাণপণ শক্তিতে হাতের বাঁধন আলগা করার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা! তাতে লাভ হল এই যে, হাতের সেই শক্ত দড়ির বাঁধন আরও এঁটে বসল।

হঠাৎ তার পাশেই ঘরের একটা কোণ থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "তুমি কে? এদের হাতে বন্দি হলেই-বা কি করে?"

সেই কণ্ঠস্বর শুনে প্রকাশ চমকে উঠল। এই কণ্ঠস্বর তার একেবারে অপরিচিত নয়। প্রকাশ বিস্মিত হয়ে বলল, "মি. মরিস!"

উত্তর এল, "হ্যাঁ! কিন্তু তোমাকে তো নেহাত অপরিচিত বলে বোধ হচ্ছে না! তুমি কি প্রকাশ চৌধুরি?"

প্রকাশ হেসে বলল, "হ্যাঁ, মি. মরিস! কিন্তু পুলিশের সুযোগ্য ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর মি. মরিসের এইস্থানে বাস করবার কারণটা জানতে পারি কি?"

প্রকাশের প্রশ্নে মি. মরিস উত্তর দিলেন, "কারণটা যে কি, তা আমিও আজ পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে নিজের ইচ্ছাতে যে আমি এখানে বাস করছি না, তা আশা করি তোমাকে বলতে হবে না। কারণটা না জানতে পারলেও আমি যে এখানে বন্দি আছি এ-কথা ঠিক, এবং আমার বর্তমান ভাগ্যবিধাতা হচ্ছেন কয়েকজন চিনেম্যান!"

প্রকাশ চমকে উঠে বলল, "চিনেম্যান্! আপনি তাদের দেখেছেন?"

মরিস বললেন "বিলক্ষণ! একহাতে কোনোরকমে প্রাণধারণের উপযোগী অখাদ্য খাদ্যদ্রব্য এবং আর-একহাতে একটা ওল্ড মডেলের পিস্তল এইসুদ্ধ দুবেলাতেই এই ঘরে আমি তাদের দর্শনলাভ করে থাকি। কিন্তু, তুমি এখানে এসেছো কেন মি. চৌধুরি?"

প্রকাশ বলল, "সে-ও স্বেচ্ছায় নয়।"

এই বলে সে একে একে সমস্ত ঘটনা মরিসের কাছে খুলে বলল।

মি. মরিস সমস্ত কথা শুনে প্রকাশকে বললেন, "এখন বুঝতে পারছি বটে, আমাকে বন্দি করার কারণটা কি। আমি সেদিন রাত্রে ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যারহস্য দৈবক্রমে দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই কালোরংয়ের মোটর, সবুজ আলো, খেচরপ্রাণীর আবির্ভাব—এসব যে কারও হত্যার সূচনামাত্র, সে-কথা তখন আমি ভাবতেও পারিনি। তা যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে হয়তো ব্যাপার অন্যরকম ঘটত। কিন্তু আমাকে বন্দি করেও শত্রুর কোনো লাভ হয়নি। কারণ, যে-রহস্য চাপা দেওয়ার জন্যে তারা আমাকে বন্দি করেছে,—তোমার বুদ্ধিতে সে-রহস্য আবিষ্কার হতে দেরি হয়নি।"

মরিস ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা প্রকাশের কাছে খুলে বললেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, "এই দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম যে, কাল সকালেই এই রহস্যের সন্ধান নিতে হবে।

তবু পাছে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয়, যদিই-বা কেউ আমাকে সেইদিনই কোনো বিপদে ফেলে, এই আশঙ্কায় আমি আমার ডায়ারিখানায় কিছু আভাস লিখে, একটা সিপাইকে বলে দিই, সে যেন পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে সেটি কমিশনারের কুঠিতে পৌঁছে দেয়।

আমি মনে মনে এই ব্যাপারটাই ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ আমার মাথায় প্রচণ্ডবেগে একটা আঘাত করল। সেই আঘাতের পর যখন আমার জ্ঞান হল তাকিয়ে দেখি, আমি এখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি।"

সব শুনে প্রকাশ বলল, "কিন্তু এই খুনেদের কাছে তো মৃত্যু ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না মি. মরিস! তাহলে কেন তারা এতক্ষণ আমাদের হত্যা না করে জীবিত রেখেছে, সেটাই আশ্চর্য! যাই হোক, এভাবে মৃত্যুবরণ করতে আমি মোটেই রাজি নই। পালাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। তাতে যদি বিফল হই, তখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করা যাবে।"

মি. মরিস জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু মুক্তিলাভ করবে কি উপায়ে, শুনি?"

প্রকাশ বলল, "যেমন করেই হোক, আগে হাত-পায়ের এই বাঁধন খুলতে হবে, তারপর অন্যকথা। আমার মনে একটা মতলব উদয় হয়েছে। আপনি আমার কাছে সরে আসুন মি. মরিস!"

মরিস গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাশের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ, মরিসের আরও কাছে ঘেঁসে বলল, "আমার ওভারকোটের ভেতরে বোতামওয়ালা ছোটো একটি গুপ্ত পকেট রয়েছে। সেই বোতামটা খুলে পকেটের ভেতরে একটা লেন্স দেখতে পাবেন। সেটা বার করুন—তারপর বলছি কি করতে হবে।"

প্রকাশের কথামতো মরিস তাঁর দড়িবাঁধা হাতদুটো অতিকষ্টে প্রকাশের ওভারকোটের ভেতরে ঢুকিয়ে সেই গুপ্তপকেটের ভেতর থেকে লেন্সটা বার করলেন।

মি. মরিসের হাত থেকে প্রকাশ অতিকষ্টে লেন্সখানা নিজের হাতে নিয়ে খানিকটা ওপর হতে মেঝেতে ফেলতেই সেখানা দুটুকরো হয়ে গেল। তারপর অন্ধকার মেঝে থেকে হাতড়ে একটা ভাঙা লেন্সের টুকরো সংগ্রহ করে প্রকাশ সেখানা মরিসের হাতে দিয়ে বলল, "এই ভাঙা কাঁচের সাহায্যেই আমাদের বন্ধনমোচন হবে। আপনি কাঁচের এই টুকরোটা দিয়ে আমার হাতের বাঁধন কেটে ফেলুন।"

মি. মরিস কোনো কথা না বলে সেই লেন্সের টুকরোটা দিয়ে প্রকাশের হাতের বাঁধন কাটতে শুরু করে দিলেন।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর প্রকাশের হাতের সেই শক্ত বাঁধন কেটে গেল। তখন প্রকাশ মরিসের হাত থেকে সেই লেন্সের টুকরোটা নিয়ে অতি সহজেই তার পায়ের বাঁধন কেটে ফেলল। তারপর সে মরিসকে বন্ধনমুক্ত করতে যাবে, এমনসময়ে ঘরের বাইরে কার ভারী পদশব্দ শোনা গেল।

মরিস সেই পদশব্দ শুনে মৃদুস্বরে বললেন, "তৈরি থাকো মি. চৌধুরি! এই ঘরে কেউ আসছে বলে মনে হচ্ছে।"

প্রকাশ সেই শব্দটা শুনে আর কোনো উপায় না দেখে, অন্ধকারে হাতড়ে দরজার কাছে এসে উপস্থিত হল। তারপর একপাশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

পর-মুহূর্তেই ঘরের দরজা খুলে গেল এবং একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী টর্চ হাতে ঘরে ঢুকল একটা চিনেম্যান। সে-ঘরে প্রবেশ করতেই প্রকাশ দরজার আড়াল থেকে লক্ষ্য করে দেখল তার একহাতে টর্চ এবং অন্যহাতে একটা পিস্তল।

আগন্তুক চিনেম্যান ঘরে ঢুকে মরিস্‌কে লক্ষ্য করে হেসে বলল, "তোমাদের আর বেশিদিন এ-কষ্ট সহ্য করতে হবে না। আজরাত্রেই তোমাদের জাহাজে করে চালান দেওয়া হবে। তারপর গভীর সমুদ্রে তোমরা সমাধিলাভ করে নিশ্চিন্ত হবে।"

এরপর প্রকাশের সন্ধানে সে ঘরের চারিদিকে তার টর্চের আলো ফেলে বিস্মিতভাবে বলল, "কিন্তু আর-একজন? আর-একজন কোথায়? সে এই ঘর থেকে ...."

তার কথা শেষ হবার আগেই প্রকাশ হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে তার টুঁটি চেপে ধরল। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে লোকটার হাত থেকে রিভলভার এবং টর্চ দুটোই মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেল! অন্ধকার ঘরে প্রকাশ সেই চিনেটার বুকের ওপর বসে প্রাণপণ শক্তিতে তার গলা টিপে ধরল।

চিনেটার দেহেও শক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে যে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর ব্যাপারটা কিন্তু আন্দাজ করতে পেরে সে প্রাণপণে প্রকাশের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রকাশ তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সে স্থির জানত যে, চিনেটা চিৎকার করলেই তার সাহায্যার্থ সেখানে তার সঙ্গীদের আবির্ভাব হবে এবং তার ফলে হয়তো তারা সেইখানেই প্রকাশকে এবং মরিসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে।

প্রকাশের দুই হাত ক্রমেই সজোরে তার গলায় চেপে বসতে শুরু করল। সেই প্রচণ্ড চাপ সে সহ্য করতে পারল না। ক্রমে তার হাত-পা স্থির হয়ে এল।

প্রকাশ যখন স্থির বুঝতে পারল যে, চিনেটা জ্ঞান হারিয়েছে, তখন সে তার বুকের ওপর থেকে নেমে এল। তারপর অতিদ্রুত মরিসের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতের ও পায়ের বাঁধন কেটে ফেলে বলল, "ঘরের মেঝেতে চিনেটার টর্চ এবং রিভলভারটা কোথায় ছিটকে পড়েছে! মেঝে হাতড়ে দেখুন মি. মরিস! সে-দুটো আমাদের এখন একান্ত দরকার।"

একটু চেষ্টাতেই সে-দুটো হস্তগত হল। তারপর তারা দুজনে ঘরে থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সংজ্ঞাহীন চিনেম্যানটার দেহ সেই অন্ধকার ঘরে পড়ে রইল।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েই তাদের সামনে একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। তারা পাতালপুরীর একটা ঘরে বন্দি ছিল। প্রকাশ সেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল—তার হাতে চিনেটার সেই রিভলভার। মি. মরিস ক্লান্তপদে তার অনুসরণ করলেন।

খানিক্ট এগোতেই হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ শুনে তারা ডানদিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল, লোহার মোটা মোটা শিকদেওয়া একটা খাঁচার মতো ঘর। সেই ঘরের

ভেতরে এক প্রৌঢ় চিনেম্যান বিস্মিতদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পরনে তার শতছিন্ন মূল্যবান পোশাক, চুলগুলো উশকোখুশকো, পাগলের মতো চেহারা!

প্রকাশ ও মরিসতার দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকাতেই সে পরিষ্কার ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "তোমরা কে? এখানে এসে উপস্থিত হলে কি জন্যে?"

প্রকাশ তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "তুমি কে! তোমাকে এই খাঁচার ভেতরে এরা বন্ধ করে রেখেছে কেন?"

চিনেম্যানটা অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, "আমি কে, তা বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না—ভাববে আমি উন্মাদ হয়েছি। যাই হোক এটুকু জেনে রাখো যে, এরা নিজেদের মতলবসিদ্ধির আশায় আমাকে এইভাবে বন্দি করে রেখেছে।"

প্রকাশ আর বাক্যব্যয় না করে বাইরে থেকে সেই খাঁচার দরজা খুলে তাকে মুক্তি দিয়ে বলল, "তুমি যেই হও—বাঁচবার কোনো আশা রাখো তো? তাহলে নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করে এসো। নইলে বিপদ ঘটবে মনে রেখো।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখা গেল, সেখানি একখানা প্রকাণ্ড হলঘর। কিন্তু তাতে জনপ্রাণী কেউ নেই। সেই হলঘর পার হয়েই একটা ছোটো বসবার ঘর। দরজার আড়াল থেকে দেখা গেল, সেই ঘরে তিনজন চিনে তখন চন্ডুসেবনে মত্ত।

প্রকাশ রিভলভার-হাতে ঘরে প্রবেশ করে কঠিনস্বরে বলল, "যে যেখানে আছো, ঠিক সেইখানেই বসে থাকো। বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া থাকলে আমার এই আদেশ অবহেলা কোরো না।"

তারপর মরিসের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওদের জামার পকেট হাতড়ে দেখুন। গোটাকয়েক রিভলভার পাওয়া যেতে পারে। এইশ্রেণীর গুন্ডারা বড়ো-একটা নিরস্ত্র অবস্থায় থাকে না।"

প্রকাশের অনুমান সত্য হল তিনজন চিনেম্যানের পকেট থেকেই তিনটে নতুন রিভলভার পাওয়া গেল। মরিস সেগুলো সংগ্রহ করে চক্ষের নিমেষে একটা রিভলভারের ভারী বাঁট দিয়ে তাদের মস্তকে পরপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত করলেন। মরিস্‌কে বাধা দেবার বা চিৎকার করে সাহায্যপ্রার্থনা করবার আগেই তাদের সংজ্ঞা লুপ্ত হল।

মরিস প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এদের আরও সঙ্গি থাকা সম্ভব। কিন্তু তাদের এত সহজে কাবু করতে পারব কিনা কে জানে! তার চেয়ে গোপনে এখান থেকে বাইরে বেরুবার পথ আগে আবিষ্কার করা দরকার।"

সেই ঘর পার হয়ে তারা একটা প্রশস্ত বারান্দায় এসে উপস্থিত হল। বারান্দাটার প্রায় হাত-পঁচিশেক নীচেই একটা খোলা মাঠ। সেই মাঠের পরেই চওড়া পথ।

প্রকাশ ঘরের ভেতর থেকে দুটো প্রকাণ্ড পরদা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বলল, "এই দরজার পরদাগুলো বেঁধে, তারই সাহায্যে আমরা নীচে নেমে যাব। চিনে-গুন্ডারা ভাবতেও পারেনি যে, তাদের এই দরজার পরদাদুটো আমাদের পলায়নের এতখানি সাহায্য করবে।"

তেরো

বৌবাজার পোস্ট-অফিসের ছাপ-দেওয়া একখানি চিঠি পেয়ে অজিত বড্ড ভাবনায় পড়ে গেছে।

স্পষ্ট বোঝা গেল, চিঠিখানি সেদিনই বেলা দশটায় ডাকে দেওয়া হয়েছে; আর তার কাছে যখন পৌঁছোল তখন বিকেল চারটে।

অজিত আবারও চিঠিখানি পড়ল। তাতে লেখা রয়েছে :—

> অজিত! তুমি সেদিন বেঁচে উঠেছ জানতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি। আমিও কোনোরকমে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়েছি—সুতরাং আমার জন্যে চিন্তিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই পত্র পেয়ে তুমি আজই সন্ধ্যা ৬ টার সময় 'আউটরাম ঘাটে' আমার সাথে দেখা করবে। আমি কোথায় আছি, তা সাবধানতাবশত চিঠিতে প্রকাশ করলাম না—চিঠিখানা নিজের হাতেও লিখলাম না। পথে বেরিয়ে তুমি কিছুদূর অগ্রসর হলেই ছোটো একখানা মোটরগাড়ি তোমার পাশে এসে হাজির হবে। কোনো কথা না বলে তুমি তাতে চেপে বসো। তারকবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো, কি জানি, যদিই-বা কোনো বিপদ ঘটে! কাজেই, একা না আসাই ভালো। এই চিঠির কথা আর কাউকে জানিও না।
>
> প্রকাশ

অজিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে তখনই ইনস্পেক্টর তারকবাবুকে ফোন করে তার উদ্দেশ্যের কথা জানাল।

তারকবাবু বললেন, "অপেক্ষা করো; আমি এখনই আসছি।"

অজিতকে নিয়ে তারকবাবু, আউটরাম ঘাটের ধারে খানিকটা এগুতেই ছোটো একখানা মোটরগাড়ি নিঃশব্দে তাদের সামনে এসে হাজির হল। দেখা গেল, তার ড্রাইভার একটা চিনেম্যান। মুহূর্তের জন্যে তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁদের একটু সন্দেহ হল। পরক্ষণেই তা উপেক্ষা করে তাঁরা বিনা দ্বিধায় গাড়িতে প্রবেশ করলেন।

গাড়িতে প্রবেশ করতেই গাড়ি তাঁদের নিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল। হঠাৎ তারকবাবুর কি খেয়াল হতেই তিনি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, মংলু পথের একধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে! তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাঁর সর্বশরীর শিউরে উঠল।

প্রায় মিনিট-পনেরো পর গাড়ি থামল। তারকবাবু দেখলেন, তাঁরা গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের সামনেই একটা বড়ো জেটি।

ড্রাইভার মোটর থেকে নেমে কোনো কথা না বলে তাঁদের দুজনকে ইশারায় তার অনুসরণ করতে বলে জেটির দিকে অগ্রসর হল। তার গন্তব্যস্থান কোথায়, তা না বুঝতে পারলেও তাঁরা তার অনুসরণ করলেন।

জেটির ধারে একটা মোটরবোট তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁরা জেটির ধারে হাজির হতেই সেখানা এসে জেটির গায়ে লাগল। ড্রাইভারের অনুসরণ করে তাঁরা সেই

মোটরবোটে চড়ে বসতেই, বোটখানি গঙ্গার মাঝখানে একটা জাহাজ লক্ষ্য করে ধাবিত হল।

ক্রমে মোটরবোটটা সেই জাহাজের গায়ে এসে লাগতেই চিনে ড্রাইভার জাহাজের গায়ে লাগানো সিঁড়ি দেখিয়ে তাঁদের দুজনকে জাহাজের ওপর উঠতে ইশারা করল। তাঁরা সেই সিঁড়ির সাহায্যে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। জাহাজটার সুমুখদিকে চোখ পড়তেই তাঁরা দেখতে পেলেন, জাহাজের গায়ে তার নাম লেখা রয়েছে—'ভালচার'। জাহাজখানির আয়তন দেখেই অজিত বুঝল যে, ছোটো হলেও সেটি একখানি সমুদ্রগামী জাহাজ।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে প্রকাশ এখানে এল কেন, তা সে স্থির করতে পারল না।—হঠাৎ একটা সন্দেহ মনে উপস্থিত হতেই তার বুক ভয়ে দুলে উঠল।

সে অজ্ঞাত শত্রুপক্ষের কোনো ফাঁদে পা দেয়নি তো! চিঠিটা প্রকাশ লিখেছে কি না, তার প্রমাণ কি? চিঠিটা পেয়েই তার সম্বন্ধে কোনো কথা না ভেবে এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্যে সে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল। কিন্তু এখন আর শেষ না দেখে ফিরবার উপায় নেই। শত্রুর কবলে পড়ে পলায়ন করা দুঃসাধ্য। অথচ তার মনের এত-সব সন্দেহ এখন আর তারকবাবুকে বলাও সহজ নয়।

তারকবাবু ও অজিত ধীরে ধীরে জাহাজের ওপরে উঠলেন; কিন্তু জাহাজের ওপরে উঠতেই যাকে দেখা গেল, সে-লোকটি তারকবাবুর অচেনা নয়! তারকবাবু দেখলেন, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, কনসাল অফিসের সেই সুবেশধারী যুবক!

তারকবাবুকে দেখে সে হেসে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, "সুপ্রভাত মি. দাস! এত তাড়াতাড়ি যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে, তা আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় আমি ভাবতে পারিনি।"

তারকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এসব ব্যাপারের অর্থ কি? আপনি এখানে কেন, এবং প্রকাশই-বা কোথায়?"

যুবক হেসে বলল, "শিগগিরই সব জানতে পারবেন। আপনার কৌতূহল অতৃপ্ত থাকবে না, মি. দাস! শুনেছি, আপনাদের ইংরেজরাজ্যেও নিয়ম আছে, ফাঁসির আসামিকেও তার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। সে সুযোগ আপনাদেরও দেওয়া হবে।"

তারকবাবুর মনে হল, যেন স্বপ্ন দেখছেন! বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, "আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

যুবকের মুখে এবার পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, "তাহলে আপনাকে খুব বুদ্ধিমান বলে মেনে নিতে পারছি না মি. দাস! যা হোক সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে, ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের হত্যারহস্যের তদন্তভার নিয়ে আপনারা একেবারেই ভালো কাজ করেননি। রক্তচিনের এত দৈন্য বা দুর্বলতা এখনও আসেনি যে, আপনাদের মতো মোটাকয়েক পুলিশি মাথাকে তারা গ্রাহ্য করবে! আজ এই মুহূর্ত হতে তদন্তের সেই গুরুদায়িত্ব থেকে আপনারা মুক্তিলাভ করলেন। এখন কেবল

নিজেদের কথাই ভাবুন, মি. দাস! আপনাদের বন্ধু প্রকাশ চৌধুরি—আমাদের হাত থেকে কৌশলে মুক্তিলাভ করলেও, তাকে শীঘ্রই আবার আমরা হাতে পাব। তিনিও শীঘ্রই এসে আপনাদের সাথে মিলিত হবেন—তার জন্যে কোনো চিন্তা নেই। তারপর আপনাদের নিয়ে এই জাহাজ রওনা হবে সাংহাইয়ের দিকে। সেইখানে চিনসমুদ্রে আপনারা চিরবিশ্রাম লাভ করবেন।"

তারকবাবু এতক্ষণে সবটা ব্যাপার বুঝতে পারলেন। তিনি একবার অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে অজিতের দিকে তাকালেন। তারপর সেই যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কনসাল অফিসেও গুপ্তচরের অভাব নেই দেখছি! কিন্তু এখানে আমরা কার আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি, জানতে পারি কি?"

যুবক মাথা নত করে সম্ভ্রমের সাথে বলল, "আপনারা এখন মহামান্য চ্যাংয়ের অতিথি। তিনি এবং তাঁর এই অধম অনুচরেরা আপনাকে অতিথি হিসেবে পেয়ে অত্যন্ত গর্বিত। আপনাদের আদেশ পালন করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।"

যুবকের এই অত্যধিক বিনয়পূর্ণ কথায় তারকবাবুর আপাদমস্তক দারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠল। তিনি ক্রোধ দমন করে বললেন, "চ্যাং তাহলে জীবিত আছে? তাহলে চিনাসৈনিকদের গুলিতে তার মৃত্যু হয়নি!"

যুবক বলল, "না, আসল চ্যাংয়ের মৃত্যু একেবারেই হয়নি। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরেই জীবিত আছেন। পৃথিবীতে সকলেই জানে যে, তার মৃত্যু হয়েছে—মাত্র কয়েকজন ছাড়া। আসল কথাটা কি জানেন? ভুল করে একটা নকল চ্যাংকে আসল চ্যাংয়ের পরিবর্তে সাজা দেওয়া হয়েছে। আসল চ্যাংয়ের দর্শন আপনারা আজই পাবেন, মি. দাস!"

তারকবাবু ও অজিত কারুরই বুঝতে বাকি রইল না যে, তাঁরা আজ নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় শত্রুহস্তে বন্দি। এর পরিণাম ভেবে ভয়ে তাঁরা দুজনেই শিউরে উঠলেন।

চৌদ্দ

গভীর রাত্রি। গঙ্গাবক্ষে সাতখানা বোট অতি নিঃশব্দে 'ভালচার' জাহাজখানা লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছিল। অন্ধকার জলে শুধু দাঁড়ের অতি মৃদু ছপছপ শব্দ ছাড়া চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। প্রত্যেক বোটের আরোহীর সংখ্যা পাঁচজন করে। বোটের সশস্ত্র আরোহীরা নিস্তব্ধভাবে বসেছিল। তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, 'ভালচার' জাহাজের দিকে।

ইনস্পেক্টর রর্জাস, 'ভালচার'-য়ের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "জাহাজের ওপর কোনো আলোর চিহ্ন চোখে পড়ছে না। আশা করি তাতে আমাদের খুব সুবিধেই হবে।"

মি. মরিস বললেন, "জাহাজের ওপর কোনো আলো না থাকলেও প্রহরী রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিনা যুদ্ধে এবং খুব সহজে যে আমরা জয়লাভ করতে সমর্থ হব—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

বোটগুলো ধীরে ধীরে জাহাজের গায়ে এসে লাগল। জাহাজের ওপর কোনো প্রহরীর, বা জনপ্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। নিস্তব্ধ অন্ধকারে জাহাজখানা একটা বিশালদেহ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজের গায়ের সিঁড়ি দিয়ে পঁয়ত্রিশজন সশস্ত্র লোক ধীরে ধীরে উঠে জাহাজটার ওপরে এসে দাঁড়াল। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ—কোনো প্রহরির দেখা নেই।

ব্যাপারটা প্রকাশের খুব ভালো মনে হল না। সে তার হাতের রিভলভার উদ্যত করে সামনের কেবিনের দিকে অগ্রসর হতেই একটা মানুষের দেহ তার পায়ে ঠেকল। হাতের টর্চ জ্বালিয়ে সে দেখতে পেল, চেতনাহীন একটা চিনেম্যানের দেহ। লোকটার হাত-পা দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ।

প্রকাশ লোকটাকে দেখে মৃদুস্বরে রজার্সকে বলল, "জাহাজে আমাদের আসবার আগেই কিছু ঘটেছে বলে মনে হয়। এই চিনেম্যানটা খুব সম্ভব জাহাজের পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু কেউ বা কারা একে চেতনাহীন করে হাত-পা দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করে রেখেছে, এবং সেইজন্যেই আমরা জাহাজে উঠে কোনোও প্রহরীর দর্শন পাইনি।"

জাহাজের কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। বিস্মিত আগন্তুকেরা সিঁড়ি দিয়ে জাহাজের ভেতর নামতেই দেখতে পেল, তাদের সবাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জনকুড়ি রাইফেলধারী চিনা!

তাদের পোশাক দেখেই বিস্মিত হয়ে প্রকাশ বলে উঠল, "মি. রজার্স! একি রহস্য!"

প্রকাশের কথা শেষ হতে না-হতেই রাইফেলধারী চিনেম্যানদের পেছন থেকে একজন সামরিক-পরিচ্ছদধারী চিনেম্যান এগিয়ে এল। তাকে দেখে সবাই চিনতে পারল যে, সে আর কেউ নয়—ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ভৃত্য, মংলু।

রজার্স দারুণ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। বিস্মিতভাবে বললেন, "মংলু—মানে, আপনি কে?"

মংলু অভিবাদন করে বলল, "আমি চিনা মিলিটারি পুলিশের অধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি। দেশদ্রোহী চ্যাংয়ের সন্ধানে আমি ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের ভৃত্য হয়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমি চিনে প্রত্যাবর্তন করব।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কাজ শেষ হয়েছে— এ-কথার মানে কি? আপনি চ্যাংকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন?"

ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি হেসে বললেন, "হ্যাঁ! আপনাদের আগেই আমি এই জাহাজ চড়াও করে চ্যাং এবং তার সহচরদের গ্রেপ্তার করেছি। চ্যাংকে আমি গ্রেপ্তার করেছি, সুতরাং সে আমার বন্দি। তাকে আমি চিনে নিয়ে যাব—সেইখানেই সে তার প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করবে।"

রজার্স প্রতিবাদ করে বললেন, "কিন্তু তা সম্ভব হয় কি করে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লিং? চ্যাং যেই হোক, এদেশের বিচারে তার ফাঁসি অনিবার্য। আপনি তাকে গ্রেপ্তার করলেও

সে ভারতবর্ষে বন্দি। এখানে তার অপরাধের গুরুত্বও অসাধারণ। সে দেশপ্রেমিক রক্তচিন-সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়ে বহু ভারতবাসীকেও তার দলে মিশিয়েছে। তারপর ক্যাপ্টেন হোয়াংকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে হত্যা করেছে। সুতরাং, আইনত সে তার শাস্তি এখানেই ভোগ করবে।"

ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি হেসে বললেন, "তা সম্ভব হবে না মি. রজার্স! ভারতবর্ষে অকথান করলেও, ক্যানটনের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। স্বদেশদ্রোহী বন্দিকে আমরা চিনে নিয়ে যাব। আমার এই শর্তে যদি আপনারা রাজি হন তো ভালোই, নাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে একটা অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। আপনাদের সুদ্ধ এই জাহাজে বন্দি করে আমরা চিনের দিকে রওনা হব। তারপর ব্রিটিশগভর্নমেন্টের এলাকার বাইরে কোনো বন্দরে আপনাদের নামিয়ে আমরা চলে যাব। সেখান থেকে আপনারা এখানে ফিরে আসবেন। আমার কর্তব্যে বাধা সৃষ্টি করবার জন্যে আমি আপনাদের এখন মুক্তি দিতে পারি না। এখন বলুন, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা আপনাদের অভিপ্রেত!"

প্রকাশ চিন্তা করে দেখল যে, তারা এই শর্তে রাজি না হলে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি তাদের বন্দি করেই চিনের দিকে রওনা হবেন। তাদের সাথে পঁয়ত্রিশজন সশস্ত্র প্রহরী থাকলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ, প্রতিপক্ষের কুড়িজন সশস্ত্র যোদ্ধা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কাজে-কাজেই সে বলল, "ওঁদের হয়ে আমিই বলছি— আমরা আপনার শর্তেই রাজি হলাম ক্যাপ্টেন! কারণ, আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমরা চ্যাংকে দেখতে চাই— সে কোথায়?"

ক্যাপ্টেন এই কথা শুনে কিছু আদেশ করতেই রাইফেলধারী চিনাযোদ্ধারা সরে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি হেসে বললেন, "আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার এই শর্তে রাজি হওয়ার জন্যে। এখন আমার সাথে আসুন!"

ক্যাপ্টেন চিয়াং-লির অনুসরণ করতে করতে প্রকাশ বলল, "তারকবাবু ও অজিত কোথায় ক্যাপ্টেন? সে চ্যাংয়ের হাতে এই জাহাজে এসে বন্দি হয়েছিল! একটা মিথ্যা চিঠি পেয়ে তারা এখানে এসেছে, পুলিশের হেড কোয়ার্টারে কে ফোন করে তা জানিয়েছে। আমি এই খবর শুনে এসেছি।"

ক্যাপ্টেন হেসে বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো। অপরিচিত এক চিনের সাথে মোটরে তাঁদের দেখতে পেয়ে আমি তখনই তাঁদের বিপদটা অনুমান করেছিলুম। তারপর আমার আশঙ্কা সত্যি কি মিথ্যা তা সঠিক বোঝবার জন্যে, আমি আপনার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলুম। সেখানে আপনার চাকর ভিকু জানাল যে, আপনার লেখা কোনো চিঠির খবর পেয়ে মি. দাসকে নিয়ে তিনি নাকি কোথায় বেরিয়েছেন!

তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, নিশ্চয়ই চ্যাংয়ের আড্ডা এই 'ভালচার' জাহাজে বন্দি হয়েছেন। যা হোক, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন মি. চৌধুরি! চ্যাংয়ের ঘরেই তাদের দর্শন পাবেন।"

ক্যাপ্টেন একটা ঘরের সামনে এসে তার দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ক্যাপ্টেনকে ঘরে ঢুকতে দেখে পাঁচজন দীর্ঘদেহ চিনেম্যান সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন করল। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল এবং প্রত্যেক রাইফেলে সঙিন চড়ানো, আর ঘরের কোণে একজন চিনার দিকে তা উদ্যত।

ঘরে প্রবেশ করেই সকলে চমকে উঠলেন! তাঁরা অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, "এ কি রহস্য! চাইনিজ কনসালকে এইভাবে বন্দি করার কি কারণ?"

কথা শেষ হতে না-হতেই পেছন থেকে গম্ভীরস্বরে কেউ বলে উঠলো, "কে চাইনিজ কনসাল? চাইনিজ কনসাল আমি। আমাকে পথে কৌশলে বন্দি করে চ্যাং কনসালের অভিনয় করছিল তার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।"

আগন্তুক ব্যক্তি আর কেউ নয়—পাতালপুরির বন্দিদশা থেকে মুক্ত সেই চিনেম্যান!

বিস্মিত হয়ে সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। প্রকাশ কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

পনেরো

চায়ের কাপে সাগ্রহে একটা চুমুক দিয়ে তারকবাবু বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার! কে ভাবতে পেরেছিল যে, চাইনিজ কনসালের বেশেই দস্যু চ্যাং আমাদের নাকের ডগায় বসে রয়েছে! চিনেম্যানদের ব্যাপার সবই অদ্ভুত!"

প্রকাশ অজিতের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "তুমি নির্বোধের মতো স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলে বলেই চ্যাং আমাদের হস্তচ্যুত হল। নইলে তাকে আমরা কনসাল অফিসেই গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হতাম।"

অজিত বলল, "আমার নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করছি; কিন্তু তুমি কি করে সন্ধান পেলে যে, আমি জাহাজে চ্যাংয়ের হাতে বন্দি হয়েছি?"

প্রকাশ বলল, "মংলুবেশী ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি তোমার অনুসরণ করে এই সংবাদ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে জানায়। মি. মরিসকে নিয়ে আমি ঠিক তার পূর্বক্ষণে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি! কাজেই, খবর পাওয়ামাত্র মি. রজার্সের সহযোগিতায় আমাদের আসন্ন অভিযানের আয়োজন সমাপ্ত হয়ে গেল।"

অজিত বলল, "কিন্তু ক্যাপ্টেন হোয়াংয়ের বাড়িতে সেই নোটবইখানা অদৃশ্য হবার রহস্যভেদ হল না।"

প্রকাশ বলল, "সেই বইখানা ক্যাপ্টেন চিয়াং-লিই সেদিন হস্তগত করেছিলেন। তিনি সেদিন ওই ঘরের কোনো জানলার বাইরে আত্মগোপন করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। সেই বইখানার দিকে যে তাঁরও লক্ষ্য ছিল, তা আমরা কেউই জানতাম না। ফোলিংয়ের মৃত্যুর পর সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে তিনিই ডায়ারিখানা হস্তগত করে অদৃশ্য হয়েছিলেন!"

অজিত জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি সেই ডায়ারিখানা থেকেই চ্যাং- য়ের সবকিছু জানতে পেরেছিলেন?"

প্রকাশ বলল, "অনেকটা তাই বটে। কিন্তু তাহলেও তিনি তাদের আড্ডা কোথায়, আগে তা জানতেন না। দৈবাৎ সেদিন তিনি ঘরের ভিতর আরও একখানি কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তাতে 'ভালচার' জাহাজের নাম লেখা ছিল।

তিনি তৎক্ষণাৎ 'রিগ্যাল ম্যানশন' থেকে পালিয়ে গিয়ে গঙ্গাবক্ষেই 'ভালচার'-য়ের খোঁজ করতে থাকেন। 'ভালচার' জাহাজ দেখার সাথে সাথে তিনি তাদের মতলবটা বেশ করে বুঝে নেন। তারপর তারকবাবু ও তুমি যখন বন্দি হলে, ক্যাপ্টেন চিয়াং-লির দৃষ্টি তখনও সম্পূর্ণ সজাগ ছিল।"

অজিত বললে, "তিনি তাহলে চ্যাংকে কনসালে অফিসে গ্রেপ্তার করেননি কেন?

প্রকাশ হেসে বলল, "এখানকার পুলিশের সাহায্য না নিয়ে তিনি কনসাল অফিসে চ্যাংকে গ্রেপ্তার করতেন কি করে? এখানকার পুলিশের সাহায্যে কনসাল অফিসে সে গ্রেপ্তার হলে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি তাকে চিনে নিয়ে যেতে পারতেন না। এদেশেই চ্যাং -য়ের বিচার হত এবং এখানেই সে মৃত্যুদণ্ড লাভ করত। তাই চ্যাং তার 'ভালচার' জাহাজে ফিরে গেলে, ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি সুযোগমতো সেই জাহাজ আক্রমণ করে। চ্যাং চারদিকের অবস্থা বুঝে এদেশ থেকে পালাবার মতলবে ছিল, কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হল না।"

তারকবাবু একমনে চিন্তা করছিলেন। তিনি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু, কে এই চ্যাং? কেন সে কনসালের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিল? কি করে সে কনসালকে সরিয়ে তাঁর স্থানে অধিকার করেছিল?"

প্রকাশ বলল, "তাহলে আগেকার কিছু ঘটনা এখানে বলতে হয়। আমি ক্যানটনের পুলিশবিভাগে তার করে জেনেছি, চ্যাং একজন মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের অধিবাসী। তার কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সে শত্রুপক্ষের গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করেছিল তা সে-ই জানে! মাঝে মাঝে সে জলদস্যুর জীবনযাপন করেও কাটিয়েছে। কিন্তু তার প্রধান কাজ ছিল, গোপনে চিনের ভেতরে বর্তমান গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাতে চেষ্টা করা। তার সন্ধান হয়তো কেউ কোনোদিনই পেত না—যদি না ক্যাপ্টেন হোয়াং হঠাৎ এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়তেন!

স্বদেশপ্রেমিক মনে করে ক্যাপ্টেন হোয়াং প্রথমে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সেইসময় তার সংস্পর্শেও আসেন। কিন্তু পরে তার সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে, তাকে বর্জন করেন। তার ফলে চ্যাং হয়ে পড়ল তাঁর মারাত্মক শত্রু।

ক্যাপ্টেন হোয়াং তাঁর নোটবুকে চ্যাং সম্পর্কে কতকগুলো অকাট্য প্রমাণ ও তার চেহারার বিবরণ ইত্যাদি লিখে রাখেন; আর সেইসঙ্গে এঁটে রাখেন চ্যাংয়ের একখানা ফোটো। চ্যাং তা জানতে পেরে খাতাখানা সরাবার চেষ্টায় ছিল।

চ্যাংয়ের কীর্তিকাহিনির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হচ্ছে, কনসাল-চুরি। এখানকার পুরাতন কনসাল স্বদেশগমন করলে, তার জায়গায় একজন কনসাল এদেশে যাত্রা করেন। চ্যাং বুঝতে পারল যে, এমন সুবর্ণসুযোগ আর আসবে না। চিন ত্যাগ করার এই হচ্ছে উৎকৃষ্ট উপায়।

সে সন্ধান নিয়ে জানতে পারল যে, 'ভালচার' জাহাজে নূতন কনসাল ভারতের দিকে

যাত্রা করবেন। তখন সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করে নিজেও গোপনে সেই জাহাজের আরোহী হয় এবং পথে ক্যাপ্টেনের সাহায্যে কনসালকে বন্দি করে তার স্থান অধিকার করে বসে। সে বুঝতে পেরেছিল যে, চিন ত্যাগ না করতে পারলে তার আর নিস্তার নেই। কারণ, ক্যানটনের সামরিক পুলিশ তার সন্ধানে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-অবস্থায় চিনে বাস করলে তার মৃত্যু অবধারিত।

চ্যাং অদৃশ্য হলেও ক্যাপ্টেন হোয়াং কোনো উপায়ে তার গন্তব্যস্থান টের পেলেন। তিনি তাঁর সেই মূল্যবান ডায়ারিখানা নিয়ে, ফো-লিংকে সাথে করে ভারতবর্ষে এলেন চ্যাংয়ের সন্ধানে। ক্যান্টনের সামরিক পুলিশ তাঁকে এ-বিষয়ে খুব উৎসাহিত করে। তিনি সন্ধানে ব্যাপৃত থাকাকালে চ্যাং তাঁর আগমন এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সতর্ক হয়। ক্যাপ্টেন হোয়াংও সতর্কতা অবলম্বনের কোনো ত্রুটি করেননি। তিনি চ্যাংয়ের ভয়ে এক-একদিন এক এক জায়গায় বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এত সাবধানতা সত্ত্বেও চ্যাং একদিন দক্ষিণ চিনের একজাতীয় ভীষণ রক্তশোষক বাদুড়ের সাহায্যে ক্যাপ্টেন হোয়াংকে হত্যা করল।

কিন্তু তাঁকে হত্যা করেও চ্যাং নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কারণ, তাঁর সংগৃহীত বিবরণ ও সেই ফোটো হস্তগত না করা পর্যন্ত সে নিরাপদ নয়। তার ওপর সে জানতে পেরেছিল যে, ক্যাপ্টেন চিয়াং-লিও তার খোঁজে দেশ ছেড়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় তিনি আছেন, চ্যাং তা জানত না; কাজেই সে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি ওরফে মংলুর চেহারার বিবরণ দিয়ে তারকবাবুর মনে এমন একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে দেয় যে, মংলুই যেন রক্তচিনের সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসঘাতক শয়তান! তার উদ্দেশ্য ছিল, সেরকম কোনো লোক দেখতে পেলেই পুলিশ যেন তাকে গ্রেপ্তার করে, আর তাহলেই আসল চ্যাং নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

মরিসকে এবং কনসালকে বন্দি করে, তাদের দুজনকে চ্যাং একটা গুপ্ত আড্ডায় স্থানান্তরিত করে রাখে। সে স্থির করেছিল যে, আমাদের সবাইকে বন্দি করে সে জাহাজে করে সমুদ্রে চালান দেবে, তারপর একদিন গভীর সমুদ্রে আমাদের হাঙরের মুখে নিক্ষেপ করে সে নিশ্চিন্ত হবে।"

অজিত জিজ্ঞাসা করল, "মংলু যে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লি, এ-কথা তুমি বুঝতে পেরেছিলে?"

প্রকাশ বলল, "না, তা বুঝতে পারিনি। আর এইখানেই হয়েছিল আমাদের পরাজয়। তিনি যে আমাদের ওপরে টেক্কা দিয়ে চ্যাংকে জাহাজের ওপর গ্রেপ্তার করবেন, তা আমি ভাবতেই পারিনি। আমার দৃঢ় ধারণা যে, ক্যানটনের সামরিক পুলিশ তাঁর আদেশের অপেক্ষায় ছদ্মবেশে গোপনে কোথাও বাস করছিল।"

তারকবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "যাক্! এই ব্যাপারে আমাদের আর কিছু করবার নেই। তবে ক্যাপ্টেন চিয়াং-লির চতুরতায়, চ্যাংয়ের মতো একটা পাপীকে যে আমরা ফাঁসিতে দোলাতে পারলাম না, এ-দুঃখ আমার মন থেকে কোনোদিনই যাবে না।"

সমাপ্ত